প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা
SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ ▪ CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL ▪ NORTH AMERICA

৪৮তম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০ ● জুন ২০২৩ | Visit us at : www.cabusa.org

Editorial Committee

Sudipta Chattopadhyay
Piya Roy
Lipika Mukhopadhyay
Hasanuzzaman Saki

Board of Trustees 2023

Dilip Chakrabarti	Chairperson
Abhik Dasgupta	Member
Ashis Sengupta	Member
Ashok Rakhit	Member
Gopendu Chakrabarti	Member
Kallol Chattopadhyay	Member
Milan Awon	Member
Pranab Das	Member
Sugata Bagchi	Member
Surajit Sengupta	Member

Executive Committee 2023

Ranadeb Sarkar	President
Tapas Sanyal	Vice President
Arpita Gupta	Vice President
Dipayan Sarkar	Vice President
Partha Sarathi Chakrabarty	General Secretary
Indrashish Basu Roychoudhury	Assistant Secretary
Debiprosad Palit	Treasurer
Sudipta Chattopadhyay	Member
Dipankar Chattopadhyay	Member
Piya Roy	Co-Opt Member
Lipika Mukhopadhyay	Co-Opt Member
Hasanuzzaman Saki	Co-Opt Member
Amitabha Choudhury	Co-Opt Member
Amit Ganguly	Co-Opt Member
Pradip Gupta	Co-Opt Member

Published by

Rupa Majumdar, RAUNAQ PUBLICATION

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ নিউ ইয়র্ক

SUNDAY, August 20,2023 at 10:00 AM

Alpine Picnic Area, NJ

ALPINE (GROVE) PICNIC AREA IS A SCENIC RIVERFRONT PICNIC AREA ADJACENT TO ALPINE BOAT BASIN IN ALPINE, NEW JERSEY, ABOUT 7 MI. NORTH OF THE GEORGE WASHINGTON BRIDGE. IT IS MOST READILY ACCESSIBLE FROM THE ALPINE PARK ENTRANCE VIA ALPINE APPROACH ROAD (ABOUT 1 MI. NORTH OF CLOSTER DOCK ROAD ON U.S. ROUTE 9W, OR AT EXIT 2 OF THE PALISADES INTERSTATE PARKWAY).

BREAKFAST, LUNCH . AFTERNOON SNACKS AND DINNER WILL BE SERVED .Dinner will be served at 5PM
Detials will be informed later.

$20 PER PERSON OVER 12 YEARS OLD / $10 PER CHILD 5 TO 12 YEARS

FOR MORE INFO: SNIGDHA (845-323-7733), SUSHMITA (516-817-3846)

All NJ residents that are 62 years old or older may apply for the senior exemption. The exemption form and information on how to apply for parking can be found at https://www.njpalisades.org/parking/index.html#exempt.

গল্প

পিন্টুর দাদু

শিলাদিত্য রায় চৌধুরী
সানডিয়েগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ছবি : দেবাশিস রায়

"মাইজীইইইই !! গে বাবুউউউউ... ... "

একটা করুণ অথচ বাজখাঁই গলার জোরালো আওয়াজে পিন্টুর দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেলো... অনেকটা মনোজ প্রভাকরের ইনসুইংয়ে অস্ট্রেলিয় ব্যাটসম্যানের স্টাম্পের মতো ছত্রখান। সকাল ১০.৩০ টা কল্পনালোকে বাস করার মোটে সময় নয় তবে দিল কা ক্যা কসুর। Continued fraction-এর অঙ্কে ওর বার বার silly mistake হয় বলে বাবা বেশি করে হলিডে হোমওয়ার্ক দিয়ে কোন ভোরবেলা অফিস চলে গেছে। মা হয়তো রান্নাঘরে কিংবা দোতলার ওই হরিয়ানার আন্টিজির সাথে টক দই আনার অছিলায় গল্প জুড়ে দিয়েছে। একলা ঘরে পেল্লাই জানলার ধারে খাটে বসে অঙ্কে মন বসানোর প্রচেষ্টার চেয়ে দুরূহ জিনিস এই পৃথিবীতে কম। জানলার ওপাশে ওর নিজের ছোট্ট জগৎ আর তার চেনা গন্ধ আর আওয়াজের হাতছানি। রোজ ব্যারিস্টার জেঠুর গাড়ি ধোয়া মনোরঞ্জনদা তখন প্রায় শেষের দিকে। গোমুখ থেকে ভাগীরথীর স্রোতের মতো সাবান জল কলকলিয়ে ফুটপাথ পেরিয়ে রাস্তার ধারে নালায় গিয়ে পড়ছে। মিঠুদের বাড়ির কুকুরটা বারান্দায় বিনা কাম থেকে থেকে ঘাঁউ ঘাঁউ করে যাচ্ছে। সম্রাটের মা কাকিমা আজ ধুনুরীকে দিয়ে সমস্ত লেপ তোষক ফাঁপাচ্ছেন। ধুনুরির ক্রমান্বয়ে চং চং চং চং আওয়াজ তাকে সম্মোহিত করে দক্ষিণ কলকাতা থেকে তুলে সোজা ফেললো মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। ২২৬ রান তাড়া করতে নেমে ইন্ডিয়ার ২২ রান এ ৫ উইকেট পড়ে গেছে অলরেডি (১৭ রান এর একটু বেশিই রাখলো ভয়ে ভয়ে ... ওটা হলে আবার কল্পনাতীত বাড়াবাড়ি হয়ে যেত)। ডেব্যু ম্যাচে অলরাউন্ডার হিসেবে আকাশি নীল জার্সি গায়ে ব্যাট করতে নামছে পিন্টু। কমেন্টেটররা একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। যেখানে ভারতের লড়াই করার কোনো স্পৃহাই দেখা যাচ্ছে না, পোড়খাওয়া ব্যাটসম্যানেরা প্যাভিলিয়নে ফেরত, সেখানে এই আনকোরা ছেলে প্রথম ম্যাচে কি করবে? কোনমতে হাঁটু কেঁপে খেলে নেবে কয়েক বল। কিন্তু না!! সেইদিনের ক্রিকেট ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। এতো এলোপাথাড়ি মার হয়তো McDermott জীবনে খায়নি। সাইমন ডেভিস এর ক্যারিয়ারই হয়তো আজ শেষ হয়ে গেল। ওপর প্রান্তে লড়াকু জাদেজাকে নিয়ে মাত্র ৪৪ ওভারেই ম্যাচ জিতে ড্রেসিং রুমে বিজয়ী ব্যাটসম্যানেরা ফিরে এসেছে। সবাই পিন্টুকে কাঁধে তুলে যেই না "হিপ হিপ হুররে" বলে শ্যাম্পেন এর বোতল খুলবে অমনি সেই সময়ে...

"মাইজী কাহাঁ হ্যায় বাবুউউ... ... ??"

উফ্ফ ... লোকটা আবার এসেছে। গায়ে একটা অতি ময়লা ফতুয়া যেটা অনেক যুগ আগে সাদা ছিল হয়তো। গলায় মাদুলি আর নীচে এতটাই খাটো ধুতি যে দেখে জাঙ্গিয়া মনে হবে। ইয়া মোটা বাঁশের লাঠি যার ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ায়। সেই অনুপাতে অবশ্য প্রাপ্তিযোগ সামান্য। বাঙালি এসব ব্যাপারে ভাই খুব সচেতন। Teach a man to fish and feed him forever-এর অনুপ্রেরণায় কানা খোঁড়া বোবা কালা সবাইকেই খুব সন্তর্পণে দানের কুফল থেকে দূরে রাখে। কিন্তু লোকটা জানে এই বাড়ির মাইজি খালি হাতে ফেরায় না। পশ্চিমে মানুষ হয়ে পিন্টুর মা বিহারের সবাইকে তার দেশওয়ালী ভাই বোন মনে করে। পাড়ার যত অবাঙালি মহিলা আছে তাদের সাথে আলাপ পাতিয়ে ফিরে এসেই গজগজ...

"তোদের কলকাত্তাইয়া বাঙালিদের চেয়ে ঢের ভালো এরা। সহজ ... সরল। পেটে পেটে প্যাঁচ কষছে না যে কখন হুল দেবে"

বাবা আনন্দবাজার থেকে মুখ তুলেও তাকালো না। ১৫ বছর পর এইসব ছোটখাটো গুলি ঠিকরে বেরিয়ে যায়। যাকগে, তৃতীয় বারের ডাকে মেলবোর্ন থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হল পিন্টু। একজনের আয়ের মধ্যবিত্তের জীবন। তাই বিয়ের পর রাস্তার ওপর গ্রাউন্ড ফ্লোরে এক কামরার যে বাড়িতে বাবা মা অস্থায়ী ভেবে সংসার পাতলেন, সেখানেই পিন্টু দিব্বি কিশোর ও কুমার দুইই হয়ে গেল। তাতে বাবার খুব একটা আক্ষেপ ছিল না। ৭০ এর দশকে সারা পৃথিবী জুড়ে সামাজিক ন্যায় আর সাম্যের জন্য আলোড়ন আর আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে চে গুয়েভারা পর্যন্ত বলেছেন নিজের

স্ট্রাগল এর ভার লাঘব করতে সবার স্ট্রাগল এর সাথে মিশে যাও। বিদ্বজনেরা বলছেন টাকার পেছনে না ছুটে মানুষের কথা ভাবতে, মনকে উদার আর সম্মৃদ্ধ করতে। তাই পিন্টুর বাবা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর বদলে নান্দীকারের "মঞ্জরী আমের মঞ্জরী" কেই বেছে নিলেন। একটাই মাত্র ঘরে বাবা মার খাট, পিন্টুর বিছানা, মা'র ড্রেসিং টেবিল, একটা পুরোনো ফ্রিজ আর একটা ১৪" সাদা কালো জাপানি টিভি নিয়ে ছিমছাম ব্যবস্থা। ঘরের পাশে এক ফালি রান্নাঘর আর অন্য দিকে এক খুপরি বারান্দা। সেই বারান্দার সামনেই প্রতি মাসে মা'র দেশওয়ালী ভাই এসে কতকটা অধিকারের সুরেই "ভিক্ষাং দেহি" হাঁক পাড়ে। এইবার রান্না ঘরে মাইজীকে দেখতে না পেয়ে অগত্যা বাবু কে ডাকাডাকি। উঠে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই একই প্রশ্ন আবার।

"দাঁড়াও দেখেছি কোথায়"

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার দিকে খুঁজতে যাওয়ার আগেই দেখে মা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

"মা! ওই বুড়ো ভিখিরি এসেছে"

মার নির্লিপ্ত উত্তর "ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে দেখো দুটাকা আছে কিনা। থাকলে সেটা নিয়ে ওকে দিয়ে দাও...

"দুউউ টাকা-আ!"

"হ্যাঁ।"

"কেন? সেদিন যে আমি কোয়ালিটি র নতুন Bonanza আইসক্রিমটা খেতে চাইলাম? ৫ টাকা দাম। তুমি বললে না টু -ইন-ওয়ান ই খেতে। আর আজ ও এমনি এমনি দু টাকা পাবে কেন?"

"তোমার আইস ক্রিম খাওয়া আর একজনের খিদে পেটের খাবার এক হল? তুমি জানো এই দুটো টাকাই হয়তো ও সারাদিনে পাবে? তখন একটা চায়ের দোকানে বসে শুধু একটু চা আর পাউরুটি কিনে পেট ভরাবে!!"

"আমি কি বলেছি ভিক্ষা করতে?" (Bonanza না খেতে পাওয়ার বিরক্তি পিন্টুর গলায়)

মে মাসেই মা দুর্গার অকাল বোধন ...

"তার মানে!! ভিক্ষা কি ও ইচ্ছে করে করছে?? গ্রামের একটা গরীব খোঁড়া লোক কি করবে?? তুমি জানো ওর নিজের পেঁয়াজের খেত ছিল? নিজে হাতে ফসল বুনতো, লাঙ্গল চালাতো, গায়ে খাটতো?? একদিন নিজেরই একটা গরু শিং দিয়ে গুঁতিয়ে ফেলে দিতে ওর পা ভেঙে যায়। গ্রামের দিকে ভালো ডাক্তার নেই। হাতুড়ে চিকিৎসায় ভাঙা পা আর কোনোদিন জোড়া লাগলো না। সেই থেকে খোঁড়া। খেত থেকে আরম্ভ করে ঘটি বাটি সব বিক্রি হয়ে গেল। ওর ছেলে ওকে রাখতে রাজি হল না। ভাবলো কলকাতায় ভাগ্নির কাছে এসে থাকবে কিন্তু তারাও দুদিন পর তাড়িয়ে দিলো। ভিক্ষা করবে না তো কি করবে? তাছাড়া তুমি তো তোমার নিজের দাদুকে দেখোইনি প্রায়। ওকে দেখে বাবার কথা মনে পড়ে। মুখের গড়নটা অবিকল এক আর ঠিক বসে বসে গপ্পো করতে ভালোবাসে।"

সমাজবাদের যুক্তির চেয়ে মায়ের রুদ্রমূর্তি পিন্টুর ওপর বেশি প্রভাব ফেললো। মা একটা ভিখিরি সম্বন্ধে এতগুলো কথা জানলো কেমন করে সেটা বোঝার আগেই আস্তে করে কেটে পড়লো। মোড়ে খুবলালের দোকানের বয়ামে রাখা চ্যাটচ্যাটে হজমি Bonanza-র চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, মোটে চারআনা দাম।

কয়েক সপ্তাহ পর একদিন বিকেলে বড়রাস্তার ওপারে ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে ব্রাজিল এর বিপক্ষে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলতে গিয়ে মারাদোনার পা গেল বাজে ভাবে মচকে। তক্ষুনি বরফ দিলে হয়তো এতটা ফুলতো না। কিন্তু সবার সামনে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে সাইডলাইনে বসে থেকে তার ১৪টা বাজলো। সন্ধ্যার পর খেলা ভাঙতে বুম্বার কাঁধে ভর দিয়ে লেংচে লেংচে যখন বাড়ি ফিরলো তখন সেটা ফুলে মৌচাক হয়ে গেছে। পিন্টুর মা তখন অন্য পা-টা কি দিয়ে ভাঙা যায় তার জিনিসপত্র খুঁজছে। বাবা বেগতিক দেখে হঠাৎ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের মতো বুম্বাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাচ্ছে। "কারো কোনো দোষ ছিল না কাকু", "না না ... ... কেউ ওকে ল্যাং মারেনি!", "বলের ওপর ওর নিজেরই পা পড়ে মচকে গেছে" ইত্যাদি গড়গড় করে বলে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে বুম্বা বাড়ি পালালো। আজ আর বলে দিতে হলো না। নিজে থেকেই উঠোনে হাত ধুয়ে চোরামুখ করে খাটের ওপর ইতিহাসের বইটা টেনে বসলো। থার্ড ক্লাস সাবজেক্ট। নাদির শাহ-র মাসতুতো ভাই কে ছিল, শের শাহ উত্তর ভারত আক্রমণ করার সময় রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো ভায়া পাটনা না ভায়া গয়া এসেছিলো সেটা জেনে ও কি করবে ছাই? কিন্তু আজ টানটান উত্তেজনা অতএব মনোনিবেশ করাটাই বিচক্ষণতার লক্ষণ। দু-তিনদিন কেটে গেল। ফোলা সামান্য কমলেও তীব্র যন্ত্রণা আর তার উপরে পিন্টু ততোধিক আতুপুতু। পাড়ার সবাই বোঝালো যে ফোলা জায়গায় রক্ত চলাচল না হলে তা কমবে না। অতএব ফোলা পা-ই আস্তে আস্তে ব্যবহার করা উচিত। সকলের সদুপদেশে মনোরঞ্জনদার গাড়ি ধোয়ার জলের সঙ্গে নর্দমায় চালান করে পিন্টু যেই-কে-সেই লেংচে লেংচে চলাফেরা করছে। মার গজগজ শোনা যাচ্ছে।

"পই পই করে বলা হচ্ছে ওই পা-টা ব্যবহার না করলে সারবে না তাড়াতাড়ি ... কে শোনে কার কথা!! আজ বিকেলেই আমি ঠান্ডা-জল গরম-জল করাবো। শুনছো? ... তুমি খুবলালকে বলে একটু বেশি করে চুন নিয়ে এসো। চুন হলুদ করতে হবে।"

মনে প্রাণে সরল হলেও পিন্টু বোকা নয়, প্রেশার ট্যাক্টিক্সটা বোঝে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ভেবে কূটনীতির আশ্রয়ে নিজেই বইখাতা টেনে হোমওয়ার্ক নিয়ে বসলো। Peninsula আর Isthmus এর তফাৎ বুঝতে যখন বিরক্তির পারদটা চড়ছে, তখনি কানে এলো

"মাইজীইইইই !! বাবুউউউউ ??... .... "

পাকিস্তানের কন্সেন্ট্রেশন ভারতের সীমান্ত থেকে অন্যদিকে ঘুরে যেতে শেলিংটা তৎক্ষণাৎ কমে গেল। পিন্টু খুশি খুশি মনে ভাবছে কোথায় যাবে ... লর্ডস এর মাঠে নাকি মেক্সিকো সিটির "এস্তাদিও আজটেকায়", এমন সময় কানে এলো যে মা বুড়োকে বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে পায়ের চোটের। "তোমার যেমন পায়ের চোট, দেখো তোমার বাবুও পায়ের চোটে কাবু!" শুনে বুড়ো একেবারে প্রাণ গেল প্রাণ গেল স্বরে হাঁ হাঁ করে উঠলো। দূরদর্শন আর টিসুম টিসুম এর তাগিদে পিন্টু হিন্দিতে সড়গড় তাই দুর থেকে ভেসে আশা বুড়োর উতলা প্রশ্নগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারছে।

ভেঙেছে? মচকে গেছে? ফোলা কমছে না? ল্যাংড়া রাহা হ্যায়! ডাগদার-এর কাছে গিয়ে দাওয়াই আনা হয়েছে? যখন সেই বুঝলো কোনোটাই হয়নি, তখন ভ্রাতৃত্বের অধিকারে মাকে হুকুম করলো পিন্টুকে তার সামনে প্রস্তুত করতে। মার হাঁক অগ্রাহ্য না করতে পেরে (যথারীতি লেংচে লেংচে) বুড়োর সামনে গিয়ে হাজির হল। কয়েক সেকেন্ড পায়ের ফোলার দিকে তাকিয়ে বীরদর্পে ঘোষণা করলো—

"হামকো এক কাটোরি তেল গরম করকে দেও মাইজি। হুম অভিয়ে ঠিক কর দেবে!"

"তুমি ঠিক করে দেবে? কী করে?

"আপ কুছও চিন্তা মত্ কারো। ইকে পহলে হাম পহলবান রহলবা। আখাড়ে মে কুস্তি ভি কিয়ে রাহে। ই ছোটা মোটা চোট কই বাত বা!! হ্যাম দারবাজে সে ভিতর মে আ জায়ে?"

বুড়োর জোরালো গলার কনফিডেন্সই হোক কিংবা তার পালোয়ানি ব্যাকগ্রাউন্ড, মা বেশি দ্বিধা না করে রাজি হয়ে গেল। অতএব গোটা পাড়া যা কোনোদিন দেখেনি, বাড়ির সদর দরজা পেরিয়ে একটা ভিখিরি অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেল। সদর দরজার সামনে উঠোনে ঢুকতেই ময়নার-মা মাসি খুন্তি মাজা থামিয়ে ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগলো। বাবুদের গেরস্তে আনাগোনার একচেটিয়া অধিকার হোলোগে তাদের। সেখানে এই বুড়ো মিনসে ভিকিরি ঢোকেই বা কী করে? এ কি অনাছিষ্টি রে বাপু!! খোঁড়াতে খোঁড়াতে বুড়ো

উঠোন পেরিয়ে ঘরের দরজার সামনে বারান্দায় পা মুড়ে বসলো। ওদিকে পিন্টু প্রাণপণে ভূগোলে মনোনিবেশ করার এক্সপ্রেশন নিয়ে বইয়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু মায়ের মনের মোটা চিঁড়ে অত সহজে ভেজার নয়। হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিন্টুকে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এসে বুড়োর সামনে বসালো। সে পিন্টুর মচকানো পা-টা টেনে নিয়ে আলতো করে ফোলা জায়গা টিপে টিপে দেখছে আর পিন্টুর ভ্যাটকানো মুখভঙ্গি ঠিক কতখানি তীব্র আর তার আঃ উঃ অ্যা এর ডেসিবেল মেপে ঠাহর করলো যে ব্যথার উৎসটা আসলে কোথায়। তারপর তার বিশ্রী অপরিষ্কার আঙুলের ডগা তেলের মধ্যে ছুঁইয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ফোলা জায়গায় মালিশ করতে লাগলো। সিয়াচেন সীমান্তে আসল যুদ্ধ তখনই লাগলো। পরিত্রাহী চিৎকার শুনে দোতলার আন্টিজির দুই বিচ্ছু ছেলে দিলীপ আর পঙ্কজ একে অন্যের সাথে মারামারি থামিয়ে বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দাঁত বার করে পিন্টুর দুরবস্থা উপভোগ করতে লাগলো। "অ্যায়সা কিঁউ চিল্লা রাহা হ্যায় ... উৎনা দর্দ থোড়ি হোতা হ্যায়।" পিন্টু ঘাড় বেঁকিয়ে কটমট করে ওদের দিকে তাকালেও যন্ত্রণায় বেশি মনোনিবেশ করতে পারলো না। তিনতলার ইমার্জেন্সি আলো তৈরির কোম্পানির কাকুও সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে গেল। এক গন্ডা লোক ড্যাবড্যাব করে চেয়ে তার যন্ত্রণার অভিব্যক্তি আর পথের ভিখিরির হাতুড়ে শুশ্রূষা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে এইটা ভেবে পিন্টু ব্যথার চেয়ে লজ্জায় বেশি করে কুঁকড়ে যেতে থাকলো। এদিকে বুড়োর সমস্ত মনোসংযোগ কিন্তু অর্জুন আর মাছের চোখের মতো পায়ের ফোলার দিকে। পিন্টু অবাক হয়ে শুনতে পেল মালিশ করার সাথে লোকটা যেন গুন্ গুন্ করে কি বলছে। বিহারী বুড়ো তো আর 'ওম মণিপদ্মে হুম' বলবে না! তাহলে বলছেটা কি? এইটা ভাবতে ভাবতে পিন্টুর হঠাৎ খেয়াল হল যে ও যদি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা ভাবছে তাহলে ওর পায়ের ব্যথার কথা কে ভাবছে? তাইতো!! তাজ্জব কি বাত! ফোলা একই আছে অথচ ব্যথায় আর অতটা টাটাচ্ছে না। ঠিক কোথায় ব্যথা, কোন জায়গায় মালিশ করতে হবে, কিভাবে আঙুল চালাতে হবে, কতটা চাপ দিতে হবে... সেটা এই গ্রাম্য বুড়ো জানলোই বা কি করে? এইসব ভাবতে ভাবতে কয়েক মিনিট কেটে গেছে। বুড়ো তখন মালিশ বন্ধ করে মাকে হাঁক পেড়েছে। মা আসতে তার সামনে পিন্টুর উদ্দেশ্যে বললো—

"কয়া বাবু? দরদ কম হুয়া কি নহি? হাম নহি না কহে আপসে মাইজি ? অব ইয়ে সুঝন দুয়ে দিন মে ঠিক হো জাই"

এই বলে থামের গায়ে ভর দিয়ে একটু টলমল করে উঠে দাঁড়িয়ে পাশে ঠেস দিয়ে রাখা লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল। মা তাকে "দাঁড়াও একটু" বলতেই সে ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ জানালো

"নহি মাইজি। আজ হাম কোনো পায়সা নাহি লেগা। বাবুকে ই উমর হয় উছালনে কুদনেকা ... কিরিকেট ফুটবাল খেলনাকা। ই প্যার হুম অপনি খুশি কে লিয়ে ঠিক কিয়ে রহে। হাম বাদ মে কিসি অউর রোজ অইবে। রাম রাম মাইজি।"

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে রওনা হল। অফিসের কাকু বেরিয়ে গেছে কিনা, বিচ্ছু দুটো সটকে পড়েছে কিনা কিংবা ময়নার-মা মাসি আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছে কিনা সেটা দেখার আগেই পিন্টু চোঁ করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। পাশের বাড়ির টিভি থেকে He Man and the Masters of The Universe-এর আওয়াজ আসছে।

তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ বুড়োর দেখা পাওয়া যায়নি। মা একদিন পিন্টুকে জিজ্ঞাসাও করলো—

"হ্যাঁরে ... আমি না থাকাকালীন ওই বুড়ো এসেছিলো নাকি? ও যেন এসে খালি হাতে না ফিরে যায়। আমি ওপরে থাকলেও আমাকে ডেকে আনবে। আর বাড়ির বাইরে থাকলে নিজে থেকে ড্রয়ার খুলে ওখান থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে ওকে দেবে। কেন সেটা আশাকরি এবার বলে দিতে হবে না?"

পিন্টু কোনো কথা না বললেও জানে যে বলে দিতে হবে না। তা সত্ত্বেও আরও কিছুদিন কেটে যায় আর সংসার, স্কুল, আত্মীয়স্বজন, হৈ-হট্টগোলের মাঝে বুড়োর কথা চাপা পড়ে যায়। এর মাঝে একদিন হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে বিনোদ ধোপাকে নামতে দেখে মা আটকায়। হিন্দিতে যা জিজ্ঞাসা করলো তার মানে দাঁড়ায় "এই পাড়ায় একটা বুড়ো লোক ভিক্ষা করতে আসে বাড়ি বাড়ি, সে তোমার ওদিকে থাকে না?" বিনোদ একটু থমকেই দাঁড়ালো। "এই নীল পাঞ্জাবিটার সাথে একটা পাজামাও দিয়েছিলাম না?" মার্কা প্রশ্ন ছাড়া সে সাধারণত কিছু শুনতে অভ্যস্থ নয়।

"কৌন?"

"আরে ওই যে বুড়ো! ডান পা-টা খোঁড়া। ওর ভাগ্নীর বর-ও না তোমারই মতো ধোপার কাজ করে? ওই বলেছিলো তোমাদের ওদিকে থাকে।"

এবার বিনোদের সংবিৎ ফেরে। নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দেয়

"উ বুঢ়া বাবা তো মর গয়া"

"কি বলছো আবোল তাবোল!! এইতো দুদিন আগে দেখলাম!"

"হাঁ হাঁ। ... ঠিকে কহ রাহে হ্যায়। উ রতন কি লুগাই ... উকা মামা হুয়ে রাহে। দুই হপ্তা পহলে বহুত তেজ বুখার হুয়া। বগল কি ঝোপড়ি মেইন হামরা দোস্ত রাহা অর উকি বিবি দেখভাল কিই। খানা দিই, দুধ পিলায়ি। ফির একদিন রাতকো নিন্দেমে জান চলি গই। হুম লোগো কো সুবাহ যাকে পাতা চলা। ফিন ডাকটার বাবুকো বুলায়ে তো বহুতে ডাট পড়ি। কি পহলে কাহে নাহি বুলায়ে। নেমোনিয়া হুয়া রাহা। তেজ বুখার মেইন পানি পিয়া নাহি রাহা, সারির সুখ গিয়া রাহা ..."

বোধকরি বাকি কথাগুলো পিন্টুর মার কর্ণপটহে প্রবেশ করলেও তা অর্থহীন। জলের তোড়ে বাঁধ ভাঙার মতো মুখে অঞ্চল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলো। বিনোদ অবাক না হলেও ভারী মুশকিলে পড়লো। সে না পারে কিছু বলতে না পারে যেতে। পাথরের মূর্তির মতো মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। ততক্ষণে কান্নার আওয়াজ শুনে পিন্টু বাইরে এসে মার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে—

"কাঁদছো কেন মা! কী হয়েছে ?"

মা পিন্টুর দিকে না তাকিয়েই বললো—

"ওই যে খোঁড়া ভিখিরি আসতো প্রায়ই, ও মারা গেছে"

"কে? সেই দাদু? যে আমার পা ঠিক করে দিয়েছিলো?"

মা হকচকিয়ে পিন্টুর দিকে তাকায়। দ্বিতীয় পিতৃবিয়োগের আকস্মিক শোকের কান্না ভুলে হতবাক হয়ে পিন্টুর দিকে চেয়ে থাকে। ভলেরামের জীবনটা তাহলে সম্পূর্ণ বৃথা নয়। বরাবরের আক্ষেপ ছিল ওর যে ও কারো উপকারে আসতে পারে না ... কাউকে কিছু দিতে পারে না। "যে শুধু লোকের কাছে হাত পেতে নেয় তাকে মরার পর ভগবানও কিছু দেয় না মাইজি।" তার গায়ে এখনো জোর আছে... শুধু আহাম্মক পা-টার জন্যই গতর খাটিয়ে দু পয়সা রোজগার করতে পারে না। পরনির্ভরশীল নয় ... যে ভিক্ষানির্ভরশীল তার জীবনটাই অর্থহীন। কিন্তু ভলেরাম ... নিজের পা নাহয় না সই, তুমি পিন্টুর পা সারিয়ে তোমার ব্যর্থতার ফাঁকটা পূরণ করলে। শেষ যাওয়ার আগে আমার ছেলেকে মানুষ করে দিয়ে গেলে! যে তত্ত্ব মোটা মোটা বইয়ে, দেয়াল লিখনে, ইস্তেহারে, পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানের আলোচনায় বা ব্রিগেডের গরম গরম ভাষণে মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় না, তা তুমি অতি সহজে শিখিয়ে দিয়ে গেলে। তোমার আগুন নিভে যাওয়ার আগে তার শেষ স্ফুলিঙ্গ আমার পিন্টুর বুকে দিয়ে গেলে। ঠাকুর ... ঘরে ঘরে সব পিন্টুর যেন ভলেরামের মতো দাদু হয়। চোখ মুছে মা জবাব দেয়—

"হ্যাঁ বাবা। সেই দাদু। খুব অসুখ করেছিল"

মাকে এতো কাঁদতে দেখেও পিন্টুর চোখে জল এলো না ঠিকই তবে উঠোনের পাশে বারান্দায় ওই জায়গাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশে রাস্তার দিকে তাকালো যেখানে প্রায় ওর হাঁক শোনা যেত। পিন্টুর মন লর্ডস বা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের বদলে বিহারের গ্রামে দাদুকে চাষ করা দেখতে নিয়ে গেল। তাকে কাজের মাঝে দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় বসে জিরোতে

জিরোতে গামছায় বাঁধা পুঁটুলি খুলে আটার রুটি, কাঁচা লঙ্কা আর পেয়াঁজ খেতে দেখলো। গায়ে গতরে ঘাম ঝরিয়ে খাটবার যে স্বপ্ন ভলেরাম দেখতো, পিন্টুর কল্পনার চোখে আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হল। দাদু আর আসবে না ঠিকই কিন্তু পিন্টু ওকে সারাজীবন মনে রাখবে। পরশু এভারেস্টে চড়ার সময়েও রাখবে, পরের বছর অলিম্পিকে সোনা জিতলেও রাখবে।

এই রচনা ও. হেনরির বিখ্যাত ছোটগল্প 'The Last Leaf' এর অনুপ্রেরণায় (এবং ব্যক্তিগত জীবনের কতগুলো সত্য ঘটনা অবলম্বনে) লেখা। বনফুলের ছোটগল্প ''বুড়িটা''-র মতো ইতিবাচক পরিণতি এখানে দিতে না পারায় পাঠক পাঠিকাদের কাছে আমি দুঃখিত।

অনুগল্প

এখনো নুপূর বাজে

বিষ্ণুপ্রিয়া
নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ছবি : দেবাশিস রায়

কুয়াশা ভরা দু-চোখে পাহাড়ের গভীর স্তব্ধতা ধীরে ধীরে নামছে। একটা অদ্ভুত শান্ত ঠান্ডা আমেজ সারা শরীরে খুব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ আলতো হাতে যেন পশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে। অল্প উষ্ণ কিন্তু খুব নিবিড় একটা ভালোলাগা যা জন্ম দেয় অনেক না বলা কথার অবিরাম ওঠাপড়া।

এইটাই শিঞ্জিনীর চিরকালের সমস্যা। কতো কিছুই বলা হয় না, হয়নি, কখনোই হবে না। শুধু না বলা বাণীর অনুরণন। তাদের আভাস মাত্র নিয়েই ওর দিনযাপন। তাই পাহাড়ের নির্বাক চেয়ে থাকার নিভৃতে তলিয়ে যায় ও যখনি সুযোগ পায়। ভালো লাগে ওর এই পথ বেয়ে হাঁটা। এক হয়ে যায় ও। একা লাগে না, একাকার।

সেবার জলদাপাড়ায় ট্রি হাউসের নিরালায়ও কি বলতে পেরেছিল? হাতির পিঠে গন্ডার দর্শনের সময় সেই সাভানা সম ঘন জংগলের রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্যেও তো বলা হয় নি। শুধু একটা আলতো ছুঁয়ে যাওয়া। তার পর লাইভ ওয়াযারের মতো বিদ্যুৎ খেলা অঙ্গে অঙ্গে। আর বুক ভরা এক আশ্চর্য রঙিন স্পর্শনেশা।

বলতে পারলে হয়তো ভালোলাগাটা ভালোবাসা হয়ে যেতেও তো পারত। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের বুকে যেখানে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সেখানে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া এক অলৌকিক মনাস্টারি তে গেছিল ওরা একবার। ওখানেও বাইরের নিস্তব্ধতা ওদের ওপর ভর করেছিল। তারপর মিরিক। আরো পাহাড়, লেক, লম্বা পাইন গাছের সবুজ সারি আর পাখির কিচিরমিচির। পাশাপাশি হাঁটা কিছুটা পথ, কিন্তু দীর্ঘ চুপচাপ। কোনো প্রকাশ নেই, জাস্ট সেন্সিং ইচ আদার।

তাই থেকে গেছে একরাশ রিগ্রেট আর একটা ধারালো চিনচিনে ব্যাথা। মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় যে অনেক কিছু হতে পারতো। কতো সম্ভাবনার পটচিত্র ভাসে মনের আয়নায়। কিন্তু ঝামেলা তো সবটাই নিজের ভেতরে, বাইরে নয়।

ভাবনাহীন কাজের রুটিনে দিব্যি গা ঢাকা দেয় ওই সুর, ছন্দ বর্ণ। চুপচাপ ঘুমোয়। কিন্তু রাতে ঘুম যখন দু-চোখের পাতা বেয়ে নামতে নামতে ও থমকে দাড়ায়, তখন দেখা হয় সেই অস্ফুট মুহূর্তদের সাথে। কথায় কথায় ভরিয়ে দেয় অন্ধকার ঘরের আনাচে কানাচ। মুখর হয়ে ওঠে ওর রাতযাপন। কিন্তু শিঞ্জিনী শুধু শোনে। আজও কিছুই নেই বলার। যদি বলতে পারতো তা হলে ঘুমও আসতো।

নাহ! এবার ফেরার পালা। কখনই সহজ না। জোর করে পাহাড়ি রাস্তার বুনো গাছ গাছড়াগুলোকে সরাতে বেশ দম লাগে। লাগবেই তো। কতো দিনের সহবাস। উপড়ে ফেলে দেওয়া খুব কঠিন। তবুও হাঁটার পথ তৈরি করতে গেলে এই যুদ্ধ অবধারিত। ঢাল তলোয়ার নিয়ে বর্ম পরে নামতে হয়। হাঁটতেই হবে এই আঁকাবাঁকা আগাছায় ঢাকা জংলা পথে। কারণ অন্য পথ যে হারিয়ে গেছে জঙ্গলে।

কবিতা

ঢেউয়ের গান

মহুয়া দাস
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

ঝমঝম ঝমঝম
ঘুঙুরের বোলে বোলে
উৎকর্ণ হয়ে থাকি
বৃষ্টি কবে আসবে আর?
প্রখর দহনবেলা অতি
ঘুঙুরের বোলে বোলে
ঝমঝম ঝমঝম।

সমুদ্রের গর্জনে
উড়ে উড়ে গিয়েছে গান,
হোটেলের ঘর ঝিমিয়ে পড়েছে
কাচের জানালায় বালি লেগে আছে এখনও।
স্নান সেরে কখন ফিরবে মধুজারা
উড়ে উড়ে গিয়েছে গান
সমুদ্রের গর্জনে।

উটের পিঠে
মানুষ মানুষী ওই,
বর্ণাঢ্য সাজে আকর্ষক
ঘণ্টা বাজিয়ে প্রেম হেঁটে চলে
ঘণ্টা পিছু কড়ি গুনে নেবে উটওয়ালা
মানুষ মানুষী ওই,
উটের পিঠে।

সময় হেঁটে চলে
তার পিছে ঢেউ
নীল ঘাগরা নেচে ওঠে,
নোনা ঢেউ মেখে হাসে খলখল
হাতে হাত ধরা তরঙ্গায়িত যুবতীর দল।
তার পিছে ঢেউ,
সময় হেঁটে চলে।

সমুদ্র ছবি আঁকে
গান বোনে।
সন্ন্যাসী কাঁকড়ার দল
ঘুরঘুর করে আর ছুটে ফিরে যায়
বেলা বয়ে যায়।
গান বোনে,
সমুদ্র ছবি আঁকে।

ছবি : দেবাশিস রায়

নদী

দিলীপ পাল
ম্যাসাচুসেট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নদীটি বয়ে চলে নিজের মনে
কুলুকুলু শব্দে মৃদু ঢেউ তুলে তার এই চলন
যেন কত শতাব্দীর চলনের ইতিহাস।
কত কিশোর কিশোরী ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে
অবগাহনের খেলায় নিজেদের করে ব্যতিব্যস্ত
কত ললনা এসেছে তাদেক গাগরি কোলে
কত ধার্মিক তাদের সূর্য নমস্কারে
এসেছে পক্ষীকুল তাদের তৃষ্ণা মেটাতে।

তোমাতে শোভেছে পদ্ম আর শাপলার নিদারুণ মাধুরিমা
কাশফুলের মৃদুব্যজন হৃদয় ছুঁয়েছে বারবার
রঙিন খলসের ঝাঁক জলকেলিতে হয়েছে বিভোর।
গয়নার নৌকাগুলো তোমার বুক চিরে ছুটছে
দূরদূরান্তরের যাত্রী নিয়ে, সাথে নিত্যদিনের রসদ,
মাঝির কণ্ঠের ভাটিয়ালি গান
হৃদয়গুলোকে করে আপ্লুত।
মোহনার দিকে তোমার এই চলাকে করি কুর্নিশ
থাকো তুমি আমাদের মাঝে আমাদের সাথে অহর্নিশ

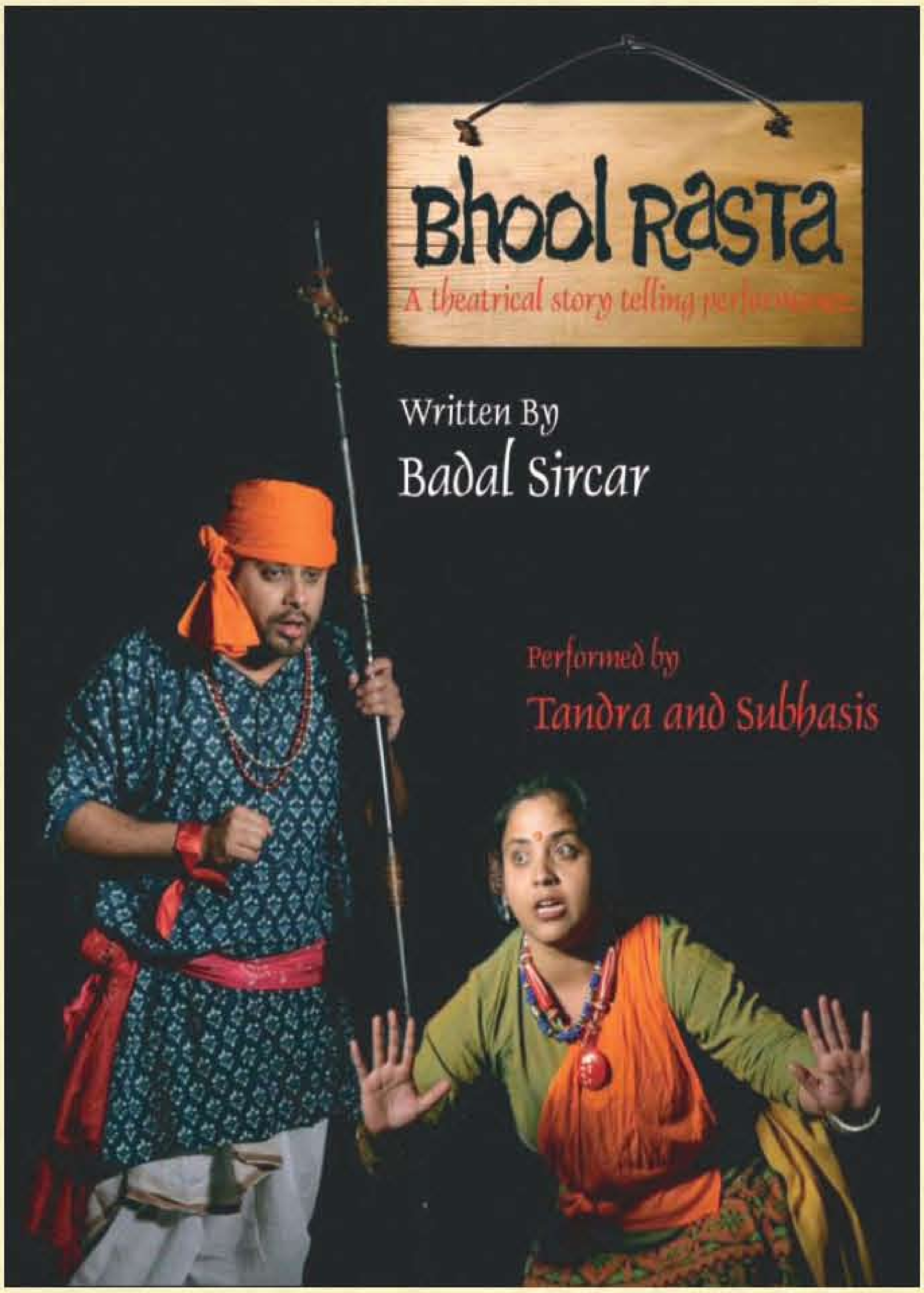
Bhool Rasta
A theatrical story telling performance
Written By
Badal Sircar
Performed by
Tandra and Subhasis

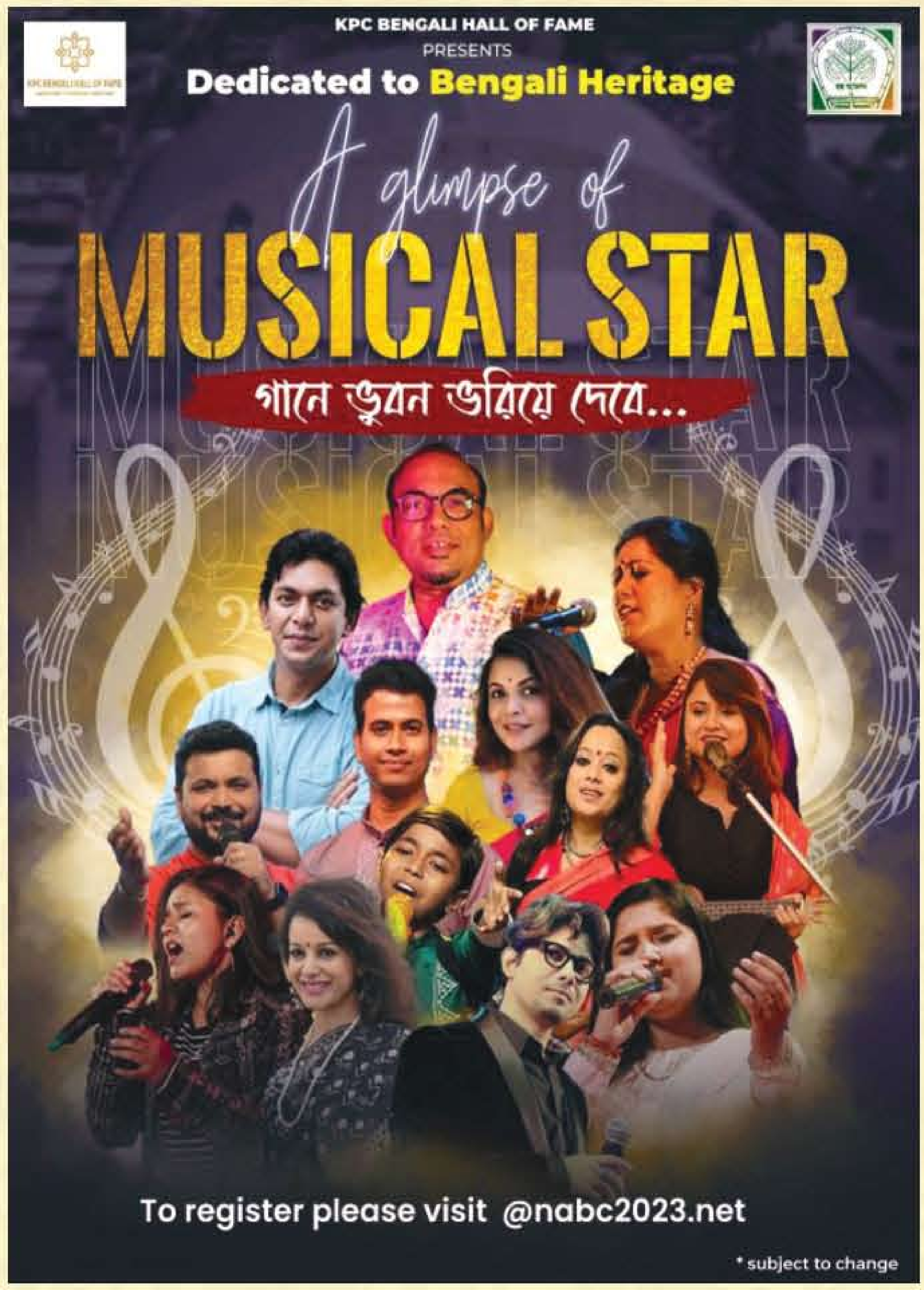
KPC BENGALI HALL OF FAME
PRESENTS
Dedicated to Bengali Heritage
A glimpse of
MUSICAL STAR
গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে...
To register please visit @nabc2023.net
* subject to change

North America Bengali Conference
NABC 2023
Atlantic City
New Jersey
hoichoi
ছায়াছবি
সোহিনী সরকার
অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য
গৌতম হালদার
ধ্রুব ব্যানার্জী
চঞ্চল চৌধুরী
পায়েল সরকার
অনির্বাণ চক্রবর্তী
তৃণা সাহা
রেশমি মিত্র
সিনেমা প্রদর্শনী আড্ডা
প্রিমিয়ার
Jim Whelan Boardwalk Hall || 30th June, 1st & 2nd July

KPC BENGALI HALL OF FAME
PRESENTS
Dedicated to Bengali Heritage
NABC 2023
Bollywood
Padma Shri Sonu Nigam | Javed Ali | Vaishali Mhade | Ishita Vishwakarma
Date | 30th JUNE TO 2nd JULY
To register please visit @nabc2023.net
Venue : Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City
Visit us at : www.nabc2023.net | Facebook.com/nabc2023

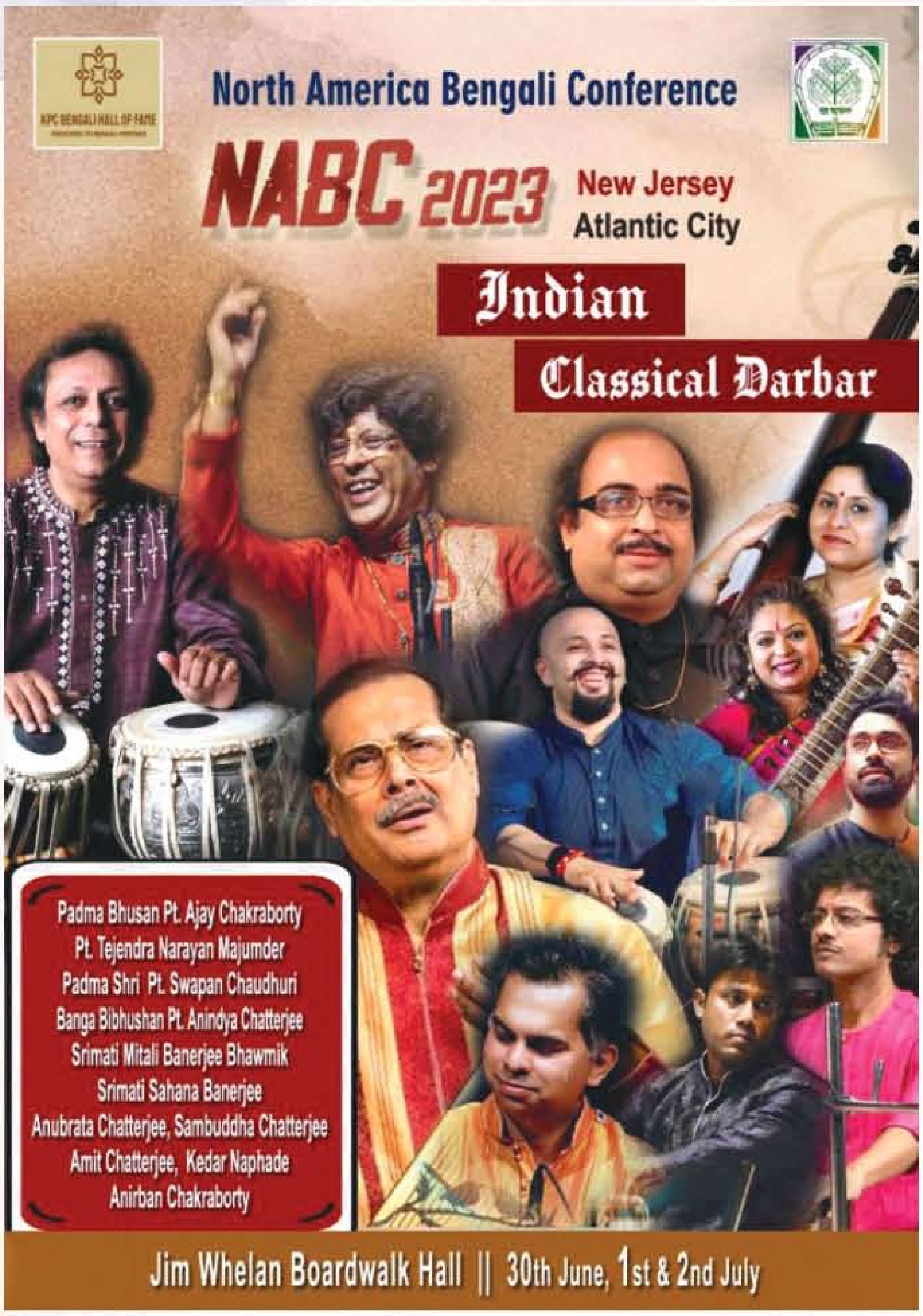
North America Bengali Conference
NABC 2023
New Jersey
Atlantic City
Indian
Classical Darbar
Padma Bhusan Pt. Ajay Chakraborty
Pt. Tejendra Narayan Majumder
Padma Shri Pt. Swapan Chaudhuri
Banga Bibhushan Pt. Anindya Chatterjee
Srimati Mitali Banerjee Bhawmik
Srimati Sahana Banerjee
Anubrata Chatterjee, Sambuddha Chatterjee
Amit Chatterjee, Kedar Naphade
Anirban Chakraborty
Jim Whelan Boardwalk Hall || 30th June, 1st & 2nd July

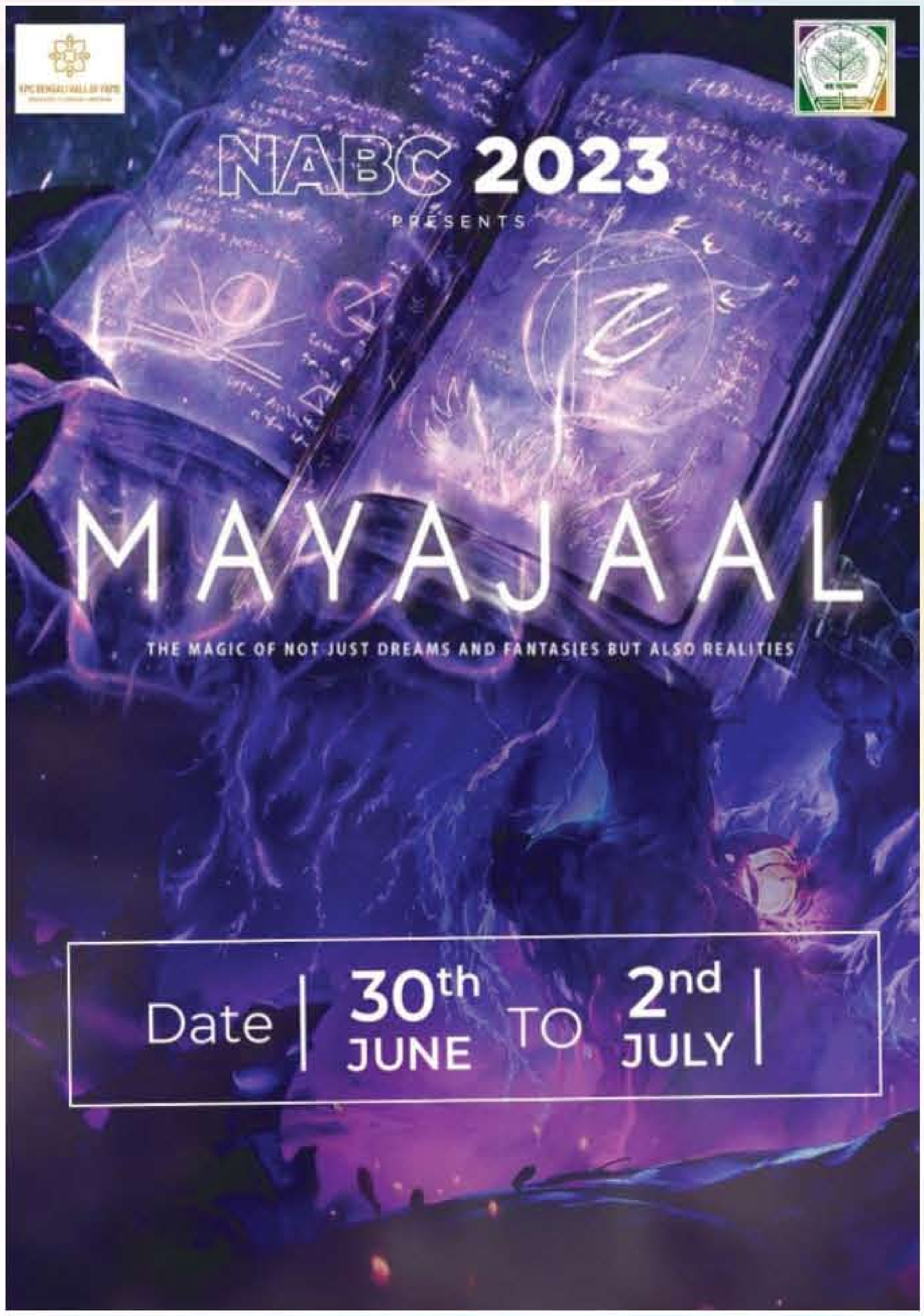
NABC 2023
PRESENTS
MAYAJAAL
THE MAGIC OF NOT JUST DREAMS AND FANTASIES BUT ALSO REALITIES
Date | 30th JUNE TO 2nd JULY |

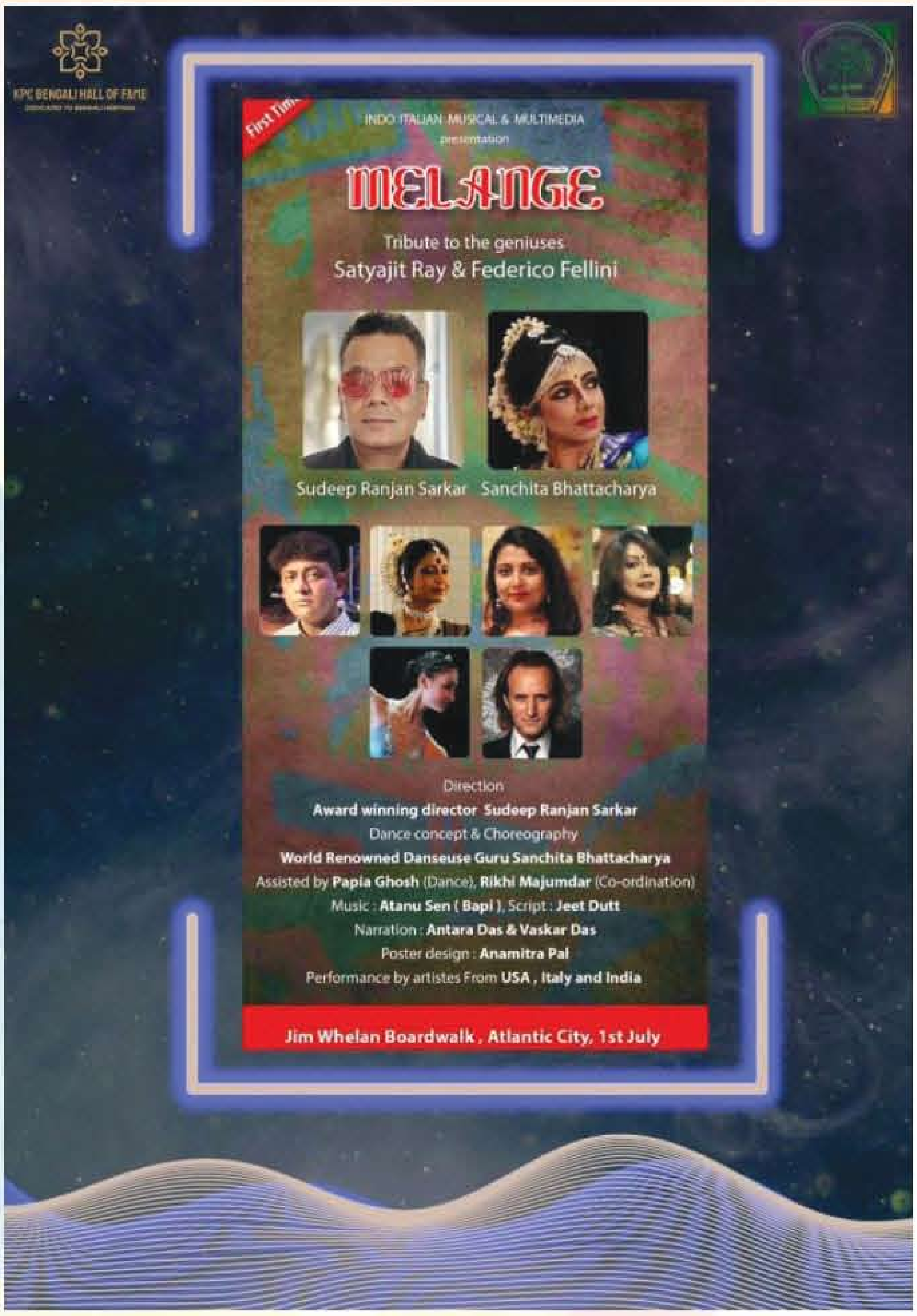
KPC BENGALI HALL OF FAME
INDO ITALIAN MUSICAL & MULTIMEDIA
presentation
MELANGE
Tribute to the geniuses
Satyajit Ray & Federico Fellini
Sudeep Ranjan Sarkar
Sanchita Bhattacharya
Direction
Award winning director Sudeep Ranjan Sarkar
Dance concept & Choreography
World Renowned Danseuse Guru Sanchita Bhattacharya
Assisted by Papia Ghosh (Dance), Rikhi Majumdar (Co-ordination)
Music : Atanu Sen (Bapi), Script : Jeet Dutt
Narration : Antara Das & Vaskar Das
Poster design : Anamitra Pal
Performance by artistes From USA , Italy and India
Jim Whelan Boardwalk , Atlantic City, 1st July

"THEATRE IN LIFE"
YOUR LIFE, MY TALES, OUR SPACE
Presented by
1ST & 2ND JULY 2023
Kushilob, DE
Epic Actors' Workshop, NJ
Bombagarer Proja, MA

কবিতা

বাংলার মেয়ে

দিলীপ চক্রবর্তী

নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ভোরের রক্তিম আকাশ শিশির ভেজা ঘাস
ভোরের দরজায় খোলা হাওয়ার হাতছানি
আধবোঁজা চোখে মায়ের উষ্ণ বুকের উত্তাপ
সদ্য পাওয়া কৈশোরের চঞ্চলতা, অজানার
বিহ্বলতা আর নীল আকাশের হাতছানি,
নিয়েই আমি বাংলার মেয়ে, আর বাংলা
আমার প্রিয়।
সকালের বকুল আর বিকেলের রজনীগন্ধা
ছিল অতি প্রিয়, আমিও বাংলার মেয়ে বাংলা
আমার প্রিয়।
একদল লোলুপ কামনার নেকড়ে কেড়ে নিল
আমার না ফোটা রক্ত গোলাপ ও তার সুগন্ধ
দুর্ভাগ্য আমার, আমি বাংলার মেয়ে, বাংলা
আমার প্রিয়।
ওদের হিংস্র নখ আর দাঁত ছিন্নভিন্ন করে দিল
আমার কচি হৃদয়, আমি বাংলার মেয়ে, আমি
আজ ধর্ষিতা, মৃতা, কেউ শুনল না আমার কান্না,
অজানা অচেনা নিপীড়িতা বাংলার মেয়ে, বাংলা
আমার প্রিয়।

ছবি : দেবাশিস রায়

একি করলে পুলিশ, আমার নিথর দেহ টেনে হিঁচড়ে
লজ্জার আবরণটাও ছিনিয়ে নগ্ন করে দিলে, ওরা
ছিল হিংস্র নেকড়ে, তুমি তো পুলিশ, সমাজের
রক্ষক, তোমরা নতুন করে আমার ইজ্জত লুঠ
করলে, আমিও তো তোমাদের , জীবিতের সম্মান
না দিতে চাও, দিও না, কিন্তু মৃতের অসম্মান করো না
আমিও ছিলাম কারো কন্যা, কারো বোন,
নীল আকাশে বাতাসে ভেসে থাকা উড়ন্ত এক
উজ্জ্বল তারকা ভবিষ্যতের বাংলার মেয়ে, বাংলা
আমার প্রিয়।
সরকার আজ মূক, মন্ত্রী বধির ও নির্লজ্জতার
প্রতীক, ওরা সকলেই ব্যস্ত নির্বাক মৃতার চরিত্র
হননে, দোষ ধর্ষকের নয়, দোষ আমার কারণ
আমি দরিদ্র, নগ্ন ও অস্বচ্ছ বাংলার প্রতীক, বাংলা
আমার প্রিয়।
সরকার ও মন্ত্রী-সুবিচার দিতে না চাও, দিওনা,
আমার লজ্জা ছিনিয়ে নিও না, মিথ্যা বলে
নিজেদের কোরো না ছোট আমি বাংলার, বাংলা
আমার প্রিয়।
সরকার , মনে রেখো মৃতের কান্না, সুরক্ষা দিও
সকল নারীকে, তারা সকলেই তোমাদের মা, বোন
অথবা ভালোবাসা, ওরা প্রত্যেকেই বাংলার, বাংলা
ওদের প্রিয়।
ওগো ব্যস্ত পথিক, শোনো আমার ছোট্ট অনুরোধ
দেখে রেখো, ছোট্ট কিশলয় যেন বেড়ে উঠে,
ওরাও কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাবে
ভালোবাসার কাছে, ওরা ও বাংলার, বলবে বাংলা
আমার প্রিয়।

ধারাবাহিক বড়ো গল্প

পর্ব-১

নিশি

সাহানা ভট্টাচার্য্য
মেরীল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ছবি : দেবাশিস রায়

একটা অদ্ভুত মেলানকলিক গোঙানির শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারটা এত মিশকালো কী করে হল, আমার ঘরে নাইটল্যাম্পটা জ্বলছিলো তো! জানলাটা যেন কোনদিকে!

অন্ধকারে চোখটা একটুও সয়ে যাচ্ছে না তো! আমি কি তবে অন্ধ হয়ে গেছি? হাতড়ে মোবাইলটা খুঁজতে গিয়ে খেয়াল হল - গোঙানির শব্দটা আর নেই। স্বপ্নে অমন শুনলাম নাকি? কিসের শব্দ?

মোবাইলটা খুঁজে পেতেই টর্চটা জ্বেলে দেখি কোনওভাবে নাইটল্যাম্প নিভে গেছে। কাচের জানলার বাইরে অন্ধকারটা একদম নিশ্ছিদ্র।

মেরিল্যান্ডে এ আমার প্রথম রাত। ম্যানহাটানে আমার হাউসিং এজেন্সির সূত্রে এ বাড়ির সন্ধান পাওয়া। ওখানে থাকতেই ভিডিওকলে এই বাড়িটা পছন্দ করেছিলাম। ল্যান্ডলেডি ডোরার সাথে ভিডিওকল হয়েছিল। আমার বাজেটে এমন বাড়ি, তাও আবার ইউনিভার্সিটি থেকে উবের করে মাত্র সাতমিনিট, তাও আবার মাত্র একজন হাউসমেটের সাথে শেয়ার করতে হবে? এ তো স্বর্গীয় ব্যাপার! ডোরার এ বাড়ি অবশ্য আমি শুধুমাত্র সামারের জন্য নিচ্ছি। আগস্ট থেকে ইউনিভার্সিটির একদম গায়েলাগা বহুতলে যাব!

হাউসমেট কাইল আমেরিকান ছেলে। এ বাড়ি পুরোপুরি ফার্নিশড, তাই জামাকাপড়-হারমোনিয়াম আর বইখাতা ইউনিভার্সিটির দায়িত্বে শিপ করিয়েছি। সঙ্গে মাত্র একটা ল্যাপটপ ব্যাগ আর একটা ছোট লাগেজ আছে জেনে কাইল আমায় স্টেশন থেকে নিতে এল। ওর লালটুকটুকে সোনাটা গাড়ি থেকে বাড়ির সামনে নেমে বাইরে থেকে তিনতলা বাড়িটা দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেল। বাইরে এত বড় পাঁচিলঘেরা? এমন বাগান? এমন গাড়িবারান্দা! এ তো ভিডিওকলের চেয়েও সুন্দর! এমন সব অলিন্দ! ছাদের ওপর অ্যাটিক! গ্যারেজের নীচে বেসমেন্ট! এ তো রীতিমতো রাজপ্রাসাদ! রিমোট কন্ট্রোলে খুলে যায় প্রকাণ্ড গ্যারাজ। সেখানে পাশাপাশি চারটে প্রকাণ্ড গাড়ি দাঁড়াতে পারে এমন জায়গা। পুরো সামারটা এই বাড়ির অর্ধেকটা আমার! মনটা আনন্দে ভরে গেছিল।

ম্যানহাটানে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রিট আর ইয়র্ক অ্যাভেনিউয়ের মতো মিলিয়েনেয়ার-অধ্যুষিত এলাকায় কাটিয়েছি গত বেশ কিছুবছর। ঝাঁচকচকে গগনচুম্বি বহুতলে সেখানে সবারই ২-৩ কামরার অ্যাপার্টমেন্ট! শোবার ঘর সকলেরই বেশ ছোট, সচরাচর খাট আর ক্লোজেট ছাড়া আর কিছু ধরে না। যার স্যালারিস্লিপে যত ডলার ঢোকে, তার কিচেন আর লিভিংরুম তত বড়—মোটামুটি এই হিসেবেই চলে সবাই। ম্যানহাটানে এত বিচ্ছিরি ট্রাফিক আর পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ২৪ ঘণ্টা এত অত্যধিক সুবিধা, যে গাড়ি খুব কম লোকেই কেনে। পিএইচডি-পোস্ট ডকেরা কেউই গাড়ি কেনে না। তো পৃথিবীর সব পিএইচডি স্টুডেন্টই গরীব, আমিও আলাদা ছিলাম না। ফুল স্কলারশিপ পেয়েছি, নিজের রোজগারে পুরোটা চালিয়েও রীতিমতো দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতে পারবো, একেতাকে উপহার দিতে পারবো ভেবেই মন আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল! ইস্টরিভারের ধারে সে এক ছোট্ট তিনকামরার অ্যাপার্টমেন্ট আমরা তিনজন স্টুডেন্টমিলে ভাগ করতাম। 'নীড় ছোট, ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়!' সাত মিনিট হাঁটলে ল্যাব, দশ মিনিটে সেন্ট্রালপার্ক, পনেরো মিনিট হাঁটলে ভারতীয় কনস্যুলেট, কুড়ি মিনিট হাঁটলে টাইম স্কোয়ার, পঁচিশ মিনিটে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং—এমন জায়গায় থাকতে গেলে খেসারত তো দিতেই হবে। ওইটুকুরই হাজার ডলার ভাড়া দিতাম—এক এক জনে! আমাদের সহপাঠী কয়েকজন কম্পিউটেশনাল কাজ করতো, তাদের রোজ ল্যাব যেতে লাগে না। তারা কেউ কেউ ব্রুকলিনে, কেউ কুইন্সে একটু বড় বাড়িতে থাকতো, যেখানে ব্যাকইয়ার্ড আছে, টেরেস আছে, আমরা যেখানে গরমকালে বারবিকিউ করতে যেতাম! তবে সবেরই সুবিধা-অসুবিধা দুদিকই আছে। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজমেন্ট সজাগ থাকতো চব্বিশঘণ্টা। রাত-বিরেতে ফিউজ উড়ে যাক, জল ফুরিয়ে যাক, বাথরুমের পাইপে সামান্য ক্লগিং হলেও একটা ফোন করলেই বিপদত্রাতা কোম্পানির লোক হাজির হত। বড় বড় বাড়ি নিয়ে যারা থাকতো তাদের কোনো

ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি ছিলো না।

প্যানডেমিক পড়তে কলেজে পড়ানোটা পুরোপুরি রিমোট হয়ে যেতে তাদের কয়েকজন নিউজার্সির গ্রামের দিকে চলে গেল। তখন আমাদের সাপ্তাহিক আড্ডা, জন্মদিন—সবই জুমে হতে লাগলো। নিউজার্সির নিউপোর্ট-এক্সচেঞ্জ প্লেস, গার্ডেন স্টেট বা প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির লাগোয়া অঞ্চলের মত কিছু কিছু জায়গা সাংঘাতিক দামি, কিন্তু রেললাইন বা বাস-স্টেশন থেকে বেশ খানিক ভেতরের গ্রামের দিকে দারুণ সস্তা ভাড়ায় বড় বড় বাড়ি, প্রকাণ্ড বাগান আর সেই বাগানে আসা হরিণের গল্প শুনতে লাগলাম তাদের কাছে। প্যানডেমিকের শুরুতে একটা গোটা সেমিস্টার তো আমরা সবাই বাড়িতেই! মনে হত কেন যে ম্যানহাটানে পড়ে আছি! সেই গোপন ইচ্ছেটা কবে যে অঙ্কুরিত হয়েছিল টের পাইনি! অ্যাপার্টমেন্ট-প্রিয় আমি কোথাও ভেবেছিলাম বোধহয়, আমিও বিশাল বাড়িতে ব্যাকইয়ার্ডের বাগানে হরিণের ছবি তুলবো। মেরিল্যান্ডে আসার প্রথম সুযোগে দুমাসের জন্য এই প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসলাম আর সেই বাড়িতেই, আজ প্রথম রাতে, গোঙানির শব্দে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার ঘুম ভাঙলো।

টর্চ জ্বেলে ঘরের আলো জ্বালাতে গিয়ে সুইচ টিপে দেখি আলো জ্বলছে না। ঘরের দরজা খুলে দেখি বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, বারান্দা-সিঁড়ি কোথাও কোন আলো নেই। এমনকি সিঁড়ির টুকরো জানলা চুঁইয়ে চাঁদের আলোও আসছে না তো! আজ অমাবস্যা নাকি!

ঠিক সেই মুহূর্তে গোঙানিটা আবার শুরু হল। মোবাইল বলছে এখন রাত পৌনে তিনটে।

(ক্রমশঃ)

নিবন্ধ

আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান

প্রথম পর্ব

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়
পেনসিলভানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

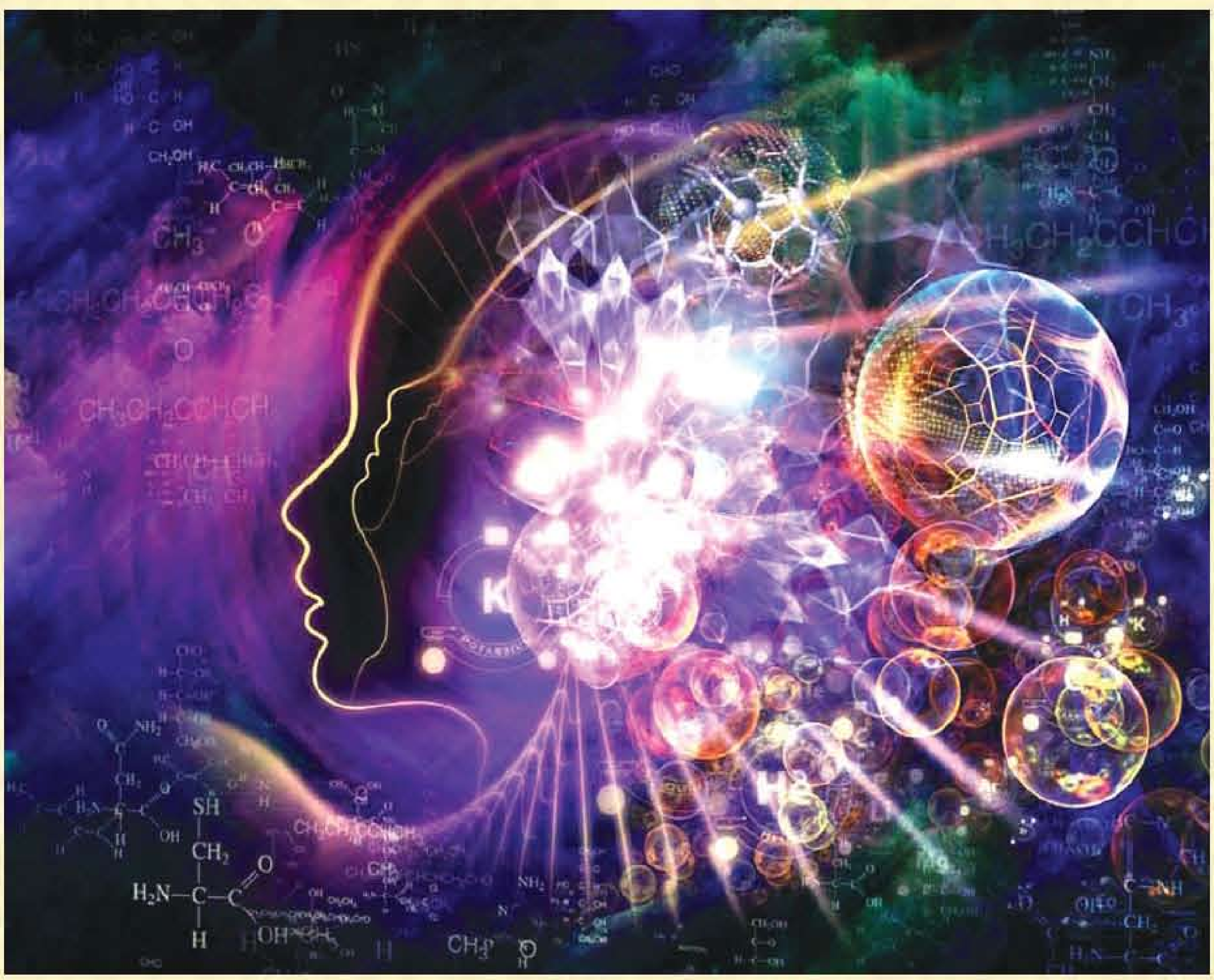

প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা। তখন রামকৃষ্ণদেবের ভীষণ নাম—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের শুধু পুরোহিত নন, তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। অনেক মহাপুরুষ তার সংস্পর্শে এসেছিলেন । তার বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল না বললেই হয়, কিন্তু তার জ্ঞান ছিল অসীম - ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং ধার্মিক। এই মহাপুরুষ একদিন আরেক মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রকে সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয় বলে পাঠালেন, রামকৃষ্ণদেব হচ্ছেন আস্তিক মানুষ, আর তিনি হচ্ছেন নাস্তিক মানুষ। অতএব, দুজনের সাক্ষাৎকারে কোনো ফল লাভ হবে না। এই বলে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবও নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত একদিন ভোরবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়ের বাড়িতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়ের সাথে দেখা করলেন। এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী মহাপুরুষের সাথে আরেক ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার ।

এই আস্তিক-আস্তিক ও আস্তিক-নাস্তিকের দ্বন্দ লেগে আছে পুরাকাল থেকেই যেদিন থেকে এই দুই দলের জন্ম এই পৃথিবীর কোলে—ইতিহাস তাই বলে। এই আস্তিক-নাস্তিকের বিবরণ জানতে গেলে আমাদের ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আলোচনা করা যাক।

সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা ও ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাচ্যের মত-সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের তথ্য দুটি উৎস থেকে এসেছে, প্রথমটি মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার স্থানগুলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে এবং দ্বিতীয়টি আর্যদের রেকর্ড থেকে যারা তাদের জয় করা লোকদের ধর্মীয় আচরণ এবং বিশ্বাস বর্ণনা করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে আমরা ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি প্রতীক খুঁজে পাই। অবশ্যই সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার সাথে ধ্যানের উৎস এবং অনুশীলনটি শনাক্ত করতে পারি। প্রথমত, ধ্যান বা মানসিক একাগ্রতা; দ্বিতীয়ত, পরিত্যাগ করা, গৃহস্থালি জীবন পরিত্যাগ করা, বিচরণকারী সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা; তৃতীয়ত, আমাদের জীবনের একটি দীর্ঘ সিরিজ জুড়ে পুনর্জন্মের ধারণা রয়েছে; চতুর্থত, আমাদের এই জীবনের বাইরে নৈতিক দায়বদ্ধতার একটি ধারণা রয়েছে, কর্মের ধারণা; এবং সবশেষে আমাদের ধর্মীয় জীবনের একটি লক্ষ্য আছে, মুক্তির লক্ষ্য রয়েছে। এগুলি প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে, আর্য সমাজে প্রসারিত এবং আশাবাদী বলে মনে হয়। বৈদিক ধর্মে প্রায় ৩৩ টি দেবতা ছিল; তারা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা, উদাহরণস্বরূপ। পৃথিবী, আগুন, জল, সূর্যোদয়, বৃষ্টি, এই পৃথিবীতে ধর্মনিরপেক্ষ,পার্থিব কল্যাণ এবং একটি সুখী ভবিষ্যত অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার উপায় হিসাবে—প্রায়শই বলিদানের মাধ্যমে পূজা করা হত। এমন একটি প্রবণতা ছিল যেখানে সমস্ত দেবদেবীকে একীভূত করা হয়েছিল, সবাইকে

একই রকম কার্য সম্পাদন করতে দেখা গিয়েছিল, একই দেবতার বিভিন্ন দিক এবং নাম উপস্থাপন করেছিল। পৃথিবী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পুনর্জন্ম বা মুক্তির কোনও মতবাদ ছিল না, তবে আত্মা এবং একটি পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল যেখানে স্বর্গকে পৃথিবীতে জীবনের ধারাবাহিকতা হিসাবে দেখা হত। মূল ধারণাগুলি ছিল আত্মা, যা আমাদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র, স্থায়ী আত্মা, এবং ব্রহ্মের সার্বজনীন, মহাজাগতিক আত্মা, সমগ্র মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত পদার্থ। আমরা যখন মারা যাব, আত্মা ব্রহ্মের সাথে পুনরায় মিলিত হবে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র আত্মা সার্বজনীন আত্মার সাথে যুক্ত হবে। পুরোহিতদের একটি শ্রেণি আবির্ভূত হয়েছিল যারা দেবতাদের উৎসর্গ হিসাবে করা অনেক জটিল আচার এবং বলি সম্পাদনের জন্য দায়ী ছিল। ত্যাগের সঠিক সম্পাদনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তবে নৈতিকতা বা নৈতিক আচরণের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়নি। যেহেতু বলিদানগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে, তাই পুরোহিতরা আরও বেশি গুরুত্বের অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর্যরা পশ্চিম থেকে এসেছিল এবং ১,০০০ বছরের সময়কালে ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা যাযাবর ছিল কিন্তু তারা সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারা অনেক, স্বাধীন উপজাতি নিয়ে গঠিত, রাজাদের দ্বারা শাসিত, তবে তারা একটি সাধারণ ভাষা দ্বারা একত্রিত হয়েছিল যা সংস্কৃতের একটি প্রাথমিক রূপ ছিল, যা বৈদিক ভাষা হিসাবে পরিচিত। তাদের জীবনযাপন ও ধর্মের একটি সাধারণ পদ্ধতিও ছিল। নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্যরা সিন্ধু উপত্যকার লোকদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। তাদের প্রযুক্তি এবং সম্ভবত তাদের বড় শহরগুলি চালু রাখার ইচ্ছার অভাব ছিল, তারা ইট নয়, কাঠের তৈরি ঘরসহ ছোট ছোট গ্রামে বসবাস করতে পছন্দ করত।

আর্যদের অর্থনীতি ছিল পশুপালন এবং কৃষির মিশ্রণ, যেখানে গরুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। তাদের সমাজ, গ্রাম, এবং উপজাতিতে সংগঠিত হয়েছিল, সমাবেশের সহায়তায় রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। শ্রমের একটি বিভাজন ছিল শাসক, পুরোহিত এবং শূদ্র, যারা-আর্যদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। প্রায় ৮০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নগর জীবন আবার একটি ছোট উপায়ে শুরু হয়েছিল এবং রাষ্ট্র উপজাতিটিকে রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে প্রতিস্থাপন করেছিল।

দুটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। মুনি এবং শ্রমনদের ঐতিহ্য প্রাক-আর্য যুগে ফিরে যায়- বিচরণকারী সন্ন্যাসী, যোগী, জলের সাথে সংযুক্ত পবিত্রতা আহরণ করত। তাদের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে জগতের সাথে মূলত অসন্তোষজনক কিছু রয়েছে এবং চূড়ান্ত সুখ কেবল ত্যাগের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের মতবাদের মধ্যে কর্ম, একটি অনন্ত আত্মা,এবং মুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারপরে ব্রাহ্মণবাদ নামে পরিচিত অর্থোডক্স, আরিয়ানদের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রাহ্মণ নামক পুরোহিতরা। তাদের লেখা থেকে বোঝা যায়, যা তাদেরই রচনা বেদ এবং উপনিষদ। বেদগুলি আর্যদের প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ এবং তারা সংখ্যায় চারটি। বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। প্রথমটি হ'ল আরজি বেদ, যা মূলত বিভিন্ন দেবদেবীর প্রশংসা করে গান নিয়ে গঠিত। এটি প্রায় ১৩০০-১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হ'ল যজুর বেদ, যা বলিদানের সূত্রগুলি নিয়ে কাজ করে। তৃতীয়টি হ'ল সামবেদ এবং সুরগুলি বোঝায়। চতুর্থটি হ'ল অথ্যর্ব বেদ যার প্রচুর পরিমাণে জাদু সূত্র রয়েছে। একত্রে, এই চারটি বেদ সংহিতা নামে পরিচিত। বেদের পরবর্তী সময়ের সাহিত্যকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, যা বলিদানের আচার এবং অনুষ্ঠানের তাৎপর্য নিয়ে গদ্যে আলোচনা করে ।

বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের এমন একটি ধর্ম যা সিন্ধু উপত্যকার ধর্মে, ত্যাগ, ধ্যান, কর্ম এবং পুনর্জন্ম, চূড়ান্ত মুক্তি—ধারণাগুলি থেকে তার বেশিরভাগ অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে—যা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বুদ্ধ নিজেই তাঁর ঐতিহ্যের সিন্ধু উপত্যকার উৎপত্তির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে পথটি শিখিয়েছিলেন তা একটি প্রাচীন পথ এবং তিনি যে লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন তা একটি প্রাচীন লক্ষ্য । আমরা যদি বৌদ্ধ ধর্ম এবং হিন্দুধর্মের দিকে তাকাই তবে আমরা সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা এবং আর্য সভ্যতার দুটি ঐতিহ্য থেকে নেওয়া উপাদানগুলির একটি বড় বা কম অনুপাত দেখতে পাব। আমরা দেখতে পাই আর্যদের প্রকাশিত ধর্মগ্রন্থ - বেদের কর্তৃত্বকে জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলিদানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, আমরা ত্যাগ, ধ্যান, কর্ম এবং পুনর্জন্মের জন্য তৈরি একটি জায়গা খুঁজে পাই।

এই জন্ম, কর্ম, ধ্যান, ত্যাগেতে অনেকে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন— সেইসময় বৃহস্পতি নামে এক গুরুর আবির্ভাব হল। উনি বল্লেন—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

ভাসমিতভূতাস্য দেহস্য পুনরাগমনম কুটাহ। (১)

রিনাম কৃত্ত্ব ঘৃতম পিবেৎ—টাকা ধার করতে হলেও ধার নিতে হবে, কিন্তু যতটা সম্ভব ঘি পান করতে হবে। কারণ মৃত্যুর পর আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, শাস্তি দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি তোমাকে টাকা দিয়েছে, সে তোমাকে ঈশ্বরের দরবারে টেনে নিয়ে যেতে পারবে; এমন কিছু নেই। তাঁর সমগ্র দর্শনটি সহজ, 'খাও, পান করো এবং আনন্দময় হও।' ভারতে এটি অতি প্রাচীন দর্শন, চার্বাক। এই দর্শন বলে যে ঈশ্বর নেই, স্বর্গ নেই, জাহান্নাম নেই, আপনার মন্দ কাজের জন্য কোনও অশাস্তি নেই এবং আপনার ভালো কাজের জন্য কোনও পুরস্কার নেই। এবং হাজার হাজার মানুষ এতে বিশ্বাস করেছে। এটি নেতিবাচক, একেবারে নেতিবাচক, তবে খুব আরামদায়ক। তুমি চুরি করতে পারো, খুন করতে পারো, তুমি যা খুশি তাই করতে পারো; মৃত্যুর পর কিছুই বাঁচে না। এখান থেকে নাস্তিক সম্প্রদায়ের সৃ হিল । যে ব্যক্তি দর্শনটি সৃষ্টি করেছিলেন তিনি ছিলেন বৃহস্পতি - অবশ্যই ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন।

প্রায় একই সময় পশ্চিমে Greek philosopher Epicurus তার নিজের এই ধরনের philosophy আনেন "Eat–drink and be merry for tomorrow we may die" -তার জন্যে পূর্ণমাত্রায় আনন্দ উপভোগ কর (২)।

অ্যারিস্টটল ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত অ্যারিস্টটলের মতে, আত্মা (ϖ ϖ) হল জীবনের নীতি (ϖ) ।এটি জীবন্ত প্রাণীর ফর্মুলা ( ) বা সূত্র ( ) । সমস্ত জীবই যৌগিক সত্তা ঃ আত্মার রূপের সংমিশ্রণ (ϖ) এবং পদার্থ সূত্র বা পরিকল্পনা। (ϖ) যখন উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় এবং প্রজনন করে (তাদের উদ্ভিজ্জ আত্মার উপলব্ধি হিসাবে), প্রাণীরাও উপলব্ধি করে এবং নড়াচড়া করে (তাদের আত্মার সংবেদনশীল অংশের উপলব্ধি হিসাবে)। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই অ্যারিস্টটল চিন্তাশীল আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করেন (ϖϖ ϖϖ)। উদাহরণস্বরূপ, একটি পণ্ডিত কাজ হ'ল চিন্তাশীল আত্মার উপলব্ধি, একটি অনন্য মানবিক মাত্রা, যা চিন্তাভাবনায় নিজেকে উপলব্ধি করে (ϖ), যা নিষ্ক্রিয় (গ্রহণযোগ্য) এবং সক্রিয় (স্ব-নির্দেশিত) উভয়ই হতে পারে।

পরবর্তীকালে, একটি মহাদেশীয় দার্শনিক টিলহার্ড চারডিন বলেছেন যে 'বিবর্তন চেতনার দিকে একটি উত্থান', প্রাথমিক পর্যায়ের উদাহরণ হিসাবে এনসেফালাইজেশন (৩) দেয় এবং তাই ওমেগা পয়েন্টের দিকে ক্রমাগত উত্থানকে নির্দেশ করে [26] যা সমস্ত উদ্দেশ্য ঈশ্বর বা ওমেগা পয়েন্টে (৪) বিলীন হয়ে যায়। টিলহার্ডের মতে, মহাবিশ্ব ক্রিস্টোজেনেসিসে নিযুক্ত রয়েছে কারণ এটি ওমেগাতে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধির দিকে বিকশিত হয়, এমন একটি বিন্দু যা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হলেই খ্রিস্টের সাথে মিলে যায়। এই মুহূর্তে ঈশ্বর 'সর্বোপরি' টিলহার্ড তার কাজের মধ্যে সামাজিক ডারউইনবাদ এবং বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদের (৫) সাধারণ ধারণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, পাশাপাশি ইউজেনিক্সের সমর্থনও (৬) করেন। এরপর বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল বিবর্তনের সাথে একটা নতুন শব্দ জুড়লেন, "যুক্তি"। তার কথায় যুক্তি কেবল প্রকৃতি এবং আত্মার ক্ষেত্রেই নিজেকে উপলব্ধি করে। অতএব, যুক্তিবিজ্ঞানের উপসংহারটি 'বস্তুনিষ্ঠতা এবং বাহ্যিক জীবন'-এর মধ্যে অবাধে 'এনটলেট' নিজেকে প্রকাশ করার ধারণা ত এবং তাই, বাস্তব দর্শনের পদ্ধতিগত রূপান্তর। ল্যাকান এই প্রকল্পে মানব বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিকাশের একটি গভীর জ্ঞান নিয়ে এসেছেন,

বিশেষত কাঠামোবাদী ভাষাবিজ্ঞান, ক্লড লেভি-স্ট্রসের কাঠামোগত নৃবিজ্ঞান, টপোলজি এবং গেম তত্ত্বের উপর লিখেছিলেন। ফ্রয়েডের আন্তঃসংযোগমূলক আকাঙ্ক্ষাকে একত্রিত করে নিজের তত্ত্বের মধ্যে ঢোকান। ল্যাকান যুক্তি দেন যে এই মায়াবি 'জিনিসের' প্রতি আমাদের বিশ্বাস (এবং সনাক্তকরণ) তৈরি করতে যা দক্ষ তা হ'ল একটি বিশ্বাস যে তবুও অন্যান্য লোকেরা অবশ্যই এর প্রকৃতি জানে, বা মনে হয়। ঠিক যেমন আমরা অন্যের মাধ্যমে কামনা করি, এই কারণে ল্যাকানীয় তত্ত্বও বজায় রাখে যে বিশ্বাস সর্বদা অন্যের মাধ্যমে বিশ্বাস আসে। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টান ধর্মে, যাজকরা অন্যদের মনোনীত হবেন যারা বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা দেওয়ার খ্রিস্টান রহস্যের অর্থ জানেন বলে মনে করা হয়।

টেম্পোরাল লোব এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই ভাবছেন যে টেম্পোরাল লোবের সাথে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কিছু সম্পর্ক রয়েছে। টেম্পোরাল লোবটি মাথার পাশে থাকে এবং এটি শ্রবণ, গন্ধ, স্মৃতি এবং আবেগের মতো জিনিসগুলি পরিচালনা করে। এম ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড নামে একজন কানাডিয়ান নিউরোসার্জন টেম্পোরাল লোব এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সংযোগ দেখেছিলেন। ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে যখন তিনি তার রোগীদের অপারেশন করতেন, তিনি রোগীদের প্রথমেই মস্তিষ্ক পরিষ্কার করতেন । যেহেতু মস্তিষ্কে কোনও ব্যথা (pain) রিসেপ্টর নেই, তাই তিনি একটি ইলেক্ট্রোড নিয়ে মস্তিষ্কের ভিতরে যেতেন এবং মস্তিষ্কের একটি অংশকে উত্তেজিত করতেন—তাদের জাগ্রত রাখতেন—মস্তিষ্কের একটি অংশকে প্রসারিত করতেন এবং দেখতে পেতেন যে শরীরের কোন অংশটি মস্তিষ্কের সেই অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন তিনি টেম্পোরাল লোবটি প্রসারিত করেন, তখন খুব অদ্ভুত কিছু ঘটেছিল। লোকেরা শরীরের বাইরের অভিজ্ঞতা এবং কণ্ঠস্বর শোনা এবং উপস্থাপনাগুলি দেখার কথা জানিয়েছে। তিনি অনুমান করেছিলেন যে তিনি সম্ভবত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার শারীরিক আসনটি খুঁজে পেয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

কমিউনিটি নিউজ

Handbook on Hindu Patients

Montgomery County Produces Nation's First Health Care Providers' Handbook on Hindu Patients

Montgomery County Executive's Asian Pacific American Advisory Group, Governor's South Asian Affairs Commission Collaborate on Community Resource For Hindus

Coinciding with the celebration of Asian American and Pacific Islander Heritage Month, The Health Care Providers' Handbook on Hindu Patients was released today marking a major initiative by Montgomery County Executive Marc Elrich's Office of Community Partnerships Asian Pacific American Advisory Group (APAAG.) This is the first such handbook in the nation providing detailed information specifically for Hindu and Jain patients.

This endeavor is led by the advisory's group's co-chair, Ishani Chowdhury, who single-handedly launched this effort several years ago. The project found a partner when the newly-formed Health Subcommittee formed by Gov. Wes Moore's Commission on South Asian American Affairs took interest. The guidebook aims to inform health care providers of religious beliefs and traditions practiced by Hindus, as well as dietary needs of Jain patients. It covers a broad range of topics including prayer, maternity services, diet, traditional medicines and remedies, end of life issues, care for the elderly, as well County and state resources.

"This handbook is part of the ongoing effort in Montgomery County to ensure that health care providers have a better understanding of their patient's cultural and religious backgrounds," said Montgomery County Executive Elrich. "This effort lines up with our equity goals for healthcare in the County and will help families get the best care possible."

Adapted for the state of Maryland from a guidebook developed by Queensland Health, Government of Australia, the 24-page Health Care Providers' Handbook on Hindu Patients draws insight from a diverse Hindu advisory committee and contains information not often addressed, such as astrological beliefs, abortion, home visits and medicines containing animal by-products. Queensland Health's novel initiative was featured in the January/February/ March 2013 edition of Hinduism Today magazine, serving the one billion strong global Hindu community.

"As a Hindu, I believe this will have two important impacts," said Maryland Delegate Kumar Barve, who represents Maryland's 17th District. "First, it will help to overcome linguistic and cultural barriers and assure better health outcomes. Secondly, and perhaps more important, this is a significant acknowledgement of our important place in Maryland."

"With over 2 million Hindus in the United States and over 80,000 Indians and Nepali Americans in Maryland alone, it is important that our caregivers are sensitive to the needs of an ever growing and diverse community," said APAAG co-chair Chowdhury. "By being culturally in-tune caregivers may be better equipped to address a variety of issues that are unique to the Hindu and Jain diaspora. With over 15% of Montgomery County residents self-identifying as Asian descent, Maryland can serve as a model in helping health care providers understand and meet the distinct cultural and religious needs of its many patients."

"While the Hindu and Jain population is not limited to those of South Asian descent, this is, however, the first book of its kind dedicated to addressing issues of a community has grown steadily over the last decade," said Sharad Doshi, a commissioner on the state's South Asian American Affairs board who provided guidance on Jain adherents. "This is especially important for Jains, whose health care needs are not always adequately addressed."

The Office of Community Partnership's next steps will focus on outreach to hospitals, nursing homes, private ambulatory services, community organizations and health fairs. Developing the guidebook was a major accomplishment but the main objective is to make healthcare providers aware of the book's availability as a resource.

"Ensuring people are aware of it and utilize it is key," said Chowdhury. "Our goal is to seek out health related issues/ disparities in terms of service and availability, and our hope is that this guidebook can help bridge that gap."

The Advisory Group has also begun work on developing Health Care Providers' Handbooks for Sikh patients and Muslim patients, respectively, slated for release later this year.

Health Care Providers' Handbook on Hindu Patients is available online for download here.

Media Contact:
Joe Dominguez, 240-743-8865 or Yi Shen, 240-777-8207
Release ID: 23-188
Media Contact:
Joe Dominguez 240-743-8865, Yi Shen 240-777-8207
Categories: Executive O

কমিউনিটি নিউজ

‘বে এরিয়া প্রবাসী’র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ২০২৩

মণিদীপা দাশ ভট্টাচার্য

(এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার অফ বে প্রবাসী)

পঞ্চাশ বছর এর পথ চলা, নেহাত কম কথা নয়।

যে কোনো মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে যখন থাকে অনেকটা একাগ্রতা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, সর্বপরি নিজের শিকড়ের প্রতি অদম্য ভালোবাসা, তখনই সেই সৃষ্টি, বা কোনো প্রতিষ্ঠান নান্দনিক ও সফল হয়ে ওঠে।

''বে এরিয়া প্রবাসী'', যার পরিচয় আজ ক্যালিফোর্নিয়া তথা সমগ্র আমেরিকার বাঙালি'দের কাছে এক গর্বের নাম! জীবন ও জীবিকার স্বার্থে, দেশের থেকে বহুদুরে অবস্থান করেও, বে এরিয়া প্রবাসীর সদস্য'রা কখন যেন একে ওপরের ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছে।

শুরুটা হয়েছিল আজ থেকে ৫০ বছর আগে। কথায় বলে, বাঙালি'র দুই পক্ষ—দেবীপক্ষ আর কবিপক্ষ!

দেশের থেকে বহু হাজার মাইল দুরে থাকা কয়েকজন বাঙালি মন এক হয়ে, স্যানফ্র্যানসিসকো বে এরিয়াতে ১৯৭৩ সালে প্রথম শুরু করলেন, বাগদেবীর বন্দনায় সরস্বতী পুজো। তারপর, আশ্বিনের নরম হাওয়ায়, এই বে এরিয়া তে শিউলির গন্ধ ভেসে না এলেও, কখন যেন তাঁদের বাঙালি মনের মুক্ত আকাশে শরতের মেঘ হাতছানি দিয়ে বলে গেল, এবার উমা মায়ের আরাধনায় মেতে উঠবেন তাঁরা। প্রবাসী বাঙালি, শ্রী রমেন চক্রবর্তী, শ্রী রনজিৎ চক্রবর্তী এবং তাদের পরিবার বন্ধুরা মিলে শুরু করলেন প্রথম দুর্গোৎসব। অসাধারণ শিল্পী, শ্রী উদয় সেনগুপ্ত তিনটি কাঠের দরজায়, হাতে এঁকে দিলেন মা দুর্গাকে।

তাদের হাত ধরেই তৈরি হল, ক্যালিফোর্নিয়ার প্রথম বাঙালি ক্লাব—বে এরিয়া প্রবাসী।

আর তার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রবাসীর প্রথম প্রেসিডেন্ট, রমেন দার কাছ থেকে জানা গেলো, তাঁদের সেইসময়ের পুজোর অভিনব সব গল্প!

তারপর সময়ের নিয়মে সেইসব মানুষগুলি আজ প্রবীণ হয়েছেন। তাঁদের বপন করা বীজ অঙ্কুরিত হয়ে, আজ এক মহীরুহ স্থাপন করেছে, যার নাম হবে বে এরিয়া প্রবাসী।

কথায় বলে, সাধনার দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব। সত্যি বলতে, আজ যারা প্রবাসীর বোর্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, তাঁরাও প্রকারান্তে সাধনাই করে চলেছেন, তাদের ভীষণ প্রিয় প্রতিষ্ঠান ''প্রবাসী''র উত্ত রোত্তর সাফল্যের জন্য। আর সেই সাধনা যে কতখানি গভীর, তার প্রমাণ পেল, স্যানফ্রানসিসকো বে এরিয়া তে থাকা আট থেকে আশির বাঙালিরা।

‘বে এরিয়া প্রবাসী’ এই বছর পালন করলো, তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী। গত ২৯ এবং ৩০ শে এপ্রিল, বে এরিয়ার প্রায় ১০০০ বাঙালি অবাঙালি ভারতীয় দের উপস্থিতিতে, মহাসমারোহে উৎযাপন হল, প্রবাসী'র সুবর্ণ জয়ন্তী। আর এই মহোৎসবে এক অনন্য মুহূর্তের সাক্ষী থাকলো, গোটা বে এরিয়া'র বাঙালি।

দুদিনের এই অনুষ্ঠান উৎসর্গ করা হয়েছিলো বাঙালির দুই প্রাণ-পুরুষের নামে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়।

এই দুদিনের, বে এরিয়া প্রবাসী'র উৎসব উপলক্ষ্যে প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যে দুজন মহীয়সী, তাঁদের উপস্থিতিতে, মনে হয়েছিল আকাশ থেকে নেমে আসা, দুই নক্ষত্রের আলোর ছটায় আলোকিত হয়ে রয়েছে, আই.সি.সি মিলপিটাস এর সভাগৃহ।

বাঙালির চিরন্তন নায়িকা শ্রীমতি শার্মিলা ঠাকুর। যাঁর অভিনয় জীবনের হাতেখড়ি আপামর বাঙালির গর্বের মানুষ শ্রী সত্যজিৎ রায় এর, ‘অপুর সংসার’ এর নায়িকা হিসেবে। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে যাওয়া জল মিশে গিয়েছে আরব সাগরে। সেদিনের অপুর সংসার এর সেই ছোট্ট অপর্ণা, সিনেমাকেই জীবনের সঙ্গী হিসেবে নিয়ে কোলকাতা থেকে বলিউডে রাজ করলেন সমান দক্ষতায়। সিনেমা নিয়েই কাটিয়ে দিলেন এতগুলো বছর। আর তিনি, এই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সম্মানের সাথে বহন করলেন, বে এরিয়া প্রবাসীর ব্র্যান্ড আম্বাসাডার পদটি।

উপস্থিত ছিলেন বাঙালি তথা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রোথিতযশা নৃত্যশিল্পী, শ্রীমতি মমতা শঙ্কর। যিনিও অভিনয় করেছেন,সত্যজিৎ রায় এর পরিচালিত বহু সিনেমাতে। তিনি এযাবৎকাল — বহুবার, বহু অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকা সফরে এলেও, প্রবাসীর আমন্ত্রণে ওনার এবারের সফর, কিছুটা হলেও ভিন্ন ছিল। এই প্রথমবার তিনি তাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় শ্রী উদয় শঙ্কর এর ঘরানার নৃত্য আঙ্গিক নিয়ে তিন দিনের একটি ওয়ার্কশপ করালেন। প্রবাসী দ্বারা আয়োজিত মমতা শঙ্কর এর এই নাচের কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলো, বে এরিয়ার তিন থেকে পঞ্চাশ বছর বয়েসি ছোট বড়ো মিলে ৪০ জন নৃত্য শিল্পীরা। নৃত্য হল সেই ধ্যান, যা দেহ আর মনকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে। আর সামনে যদি গুরু হিসেবে থাকেন, ঈশ্বর সম এক মহীয়সী, তবে সেই শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তির ঝুলি ভরে ওঠে অপার এক আনন্দে। আর এই ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। ছোট্ট শিশু থেকে, বহু বছর নাচ থেকে বিরত নেওয়া গৃহিনীটিও পেলো, তাঁর স্নেহের আশীর্বাদ এর পরশ। এতো কাছ থেকে, এমন একজন, মহান শিল্পীকে দেখে, যা উপলব্ধ হল একজন প্রকৃত শিল্পীর তখনই হওয়া সম্ভব হয়, যখন তাঁর এক প্রসারিত হৃদয় থাকে। সর্বক্ষণ তিনি তাঁর হাসিমুখের স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রাখলেন, সবার মন। তিনি বে এরিয়া প্রবাসীর কালচারাল অ্যাডভাইসর পদে আসীন।

অবশেষে এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। অনুষ্ঠানের প্রথম সন্ধ্যায় মঞ্চ আলোকিত করলেন, প্রধান দুই অতিথি শ্রীমতি শর্মিলা ঠাকুর ও শ্রীমতি মমতা শঙ্কর। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন, আর একজন গুণী বাঙালি জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র নির্দেশক শ্রী সুমন ঘোষ। বিষয়, ''সত্যজিৎ রায়'' কথায় গল্পে উঠে এলো, সত্যজিৎ রায় এর সিনেমার বিভিন্ন ঘটনা। স্মৃতির সাগরে ডুব দিলেন, সত্যজিতের অভিনেত্রী। দর্শকের আসনে বসে বে এরিয়ার মানুষ মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ হলেন। জানা গেল, কীভাবে এক তেরো বছরের কিশোরীকে অপর্ণার চরিত্রের জন্য খুঁজে পেয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায়। জানা গেল আগন্তুক থেকে, শাখা-প্রশাখা, দেবী থেকে অরণ্যের দিন রাত্রির কত অজানা গল্প। সঞ্চালক হিসেবে সুমন ঘোষ এক কথায় অনবদ্য। তাঁদের এই কথপকথনের সাহচর্য যাপন যে এতো মধুর হতে পারে, তার সাক্ষী থাকলো, এক সন্ধ্যে উপস্থিত দর্শক।

বাঙালি মনের আনাচে কানাচে জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতির রূপ-রস। তাই পৃথিবী'র যে প্রান্তেই বাঙালি থাকুক না কেন, তার শিল্পীসত্ত্বাকে থামিয়ে রাখার সাধ্য যে কারোর নেই। প্রায় ১০০' জন এর বেশি স্থানীয় সাংস্কৃতিক মননের শিল্পী'রা নাচে, গানে আরও বিভিন্ন রূপে জড়িয়ে ছিলেন, এই মহোৎসবে।

শ্রী সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলির এক অনন্য ভাবনায় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন গুরু শ্রী সঞ্জীব ভট্টাচার্য মহাশয়, যার নাম ‘মানিক সত্য’। বে এরিয়া প্রবাসী'র নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যের নবরসে, সৃষ্টি হল, এক অপার্থিব মুহূর্ত।

বে এরিয়া প্রবাসী'র অন্যতম সদস্য, শাওলি বসু ও সুপ্রতীম বিশ্বাস এর ভাবনায়, সত্যজিৎ রায়-এর স্মরণে এক অসাধারণ চিত্র প্রদর্শনী ছিল, এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। সত্যজিৎ রায়-এর বিভিন্ন সিনেমার এবং স্বয়ং শ্রী সত্যজিৎ রায়-এর নানান মুহূর্তের ছবির পসরায় অভূতপূর্ব সেজে উঠেছিল প্রদর্শনী কক্ষ।

যে মানুষগুলির হাত ধরে 'বে এরিয়া প্রবাসী'র যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আলো করে ছিলেন, বে এরিয়া প্রবাসীর সেই পূর্বসূরীরা। তাঁদের স্মৃতি রোমন্থনে উঠে এলো, "বে এরিয়া প্রবাসীর" জন্মলগ্ন থেকে ৫০ বছর পথ চলার নানান কাহিনি।

"বে এরিয়া প্রবাসী" এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যে বছরের পর বছর ধরে, অপরিচিতর গণ্ডিকে, অনায়াসে পাশ কাটিয়ে জড়িয়ে ধরে, নবীনদেরকে। আর সেই নবীন কিশলয় এর মতো, প্রবাসী'র উত্তরসূরীরা পরিবেশন করলো, রবীন্দ্রনাথের গানে, "বাউল ও রবি"। তাদের পরিবেশনা বুঝিয়ে দিলো, "বে এরিয়া প্রবাসীর" আগামী প্রজন্ম, সমান ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই প্রতিষ্ঠানের জয়ধ্বজাকে।

সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, বে এরিয়া প্রবাসীর সদস্যা, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ডক্টর জয়শ্রী রায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে, গজল, ঠুমরী আধুনিক বাংলা গান যার কাছে অনায়াস।

পরিবেশিত হল, প্রবাসীর আরেক সদস্যা, তনয়া রায়-এর ভাবনায় এবং প্রবাসীর নাট্য প্রেমী মানুষদের নিয়ে সত্যজিৎ এর সিনেমায় নারী চরিত্র দের নিয়ে একটি নাট্য ভাবনা 'অপরাজিত নন্দিনী'।

"এই আনন্দ অনুষ্ঠানে, দর্শক আরও পেল যে দুজন বাঙালি শিল্পীদের, বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী শ্রেয়া গুহঠাকরুরতা। যার কণ্ঠে শোনা গেল, সত্যজিৎ রায় এর আগন্তুক সিনেমার সেই চিরস্মরণীয় গান, "বাজিলো কাহার বীণা" সহ, আরও অনেক মন ছুঁয়ে যাওয়া রবি ঠাকুরের গান।

এছাড়াও ছিলেন, জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দু'র গায়ক, তথা এই সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলা ছবির পরিচালক, শ্রী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। তার সাথে হওয়া কথপকথনে তিনি পড়লেন, তাঁর লেখা বই অকিঞ্চিৎ এর বেশ কিছু পর্ব, গানে গানে মাতিয়ে দিলেন শেষ সন্ধ্যার মুহূর্তকে।

এই বছরের প্রবাসী'র প্রাপ্তির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। প্রবাসী'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-এর কথায় ও সুরে, তৈরি হল "প্রবাসী'র গান"।

যে গানে অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়-এর সাথে মঞ্চে গলা মেলালেন, প্রবাসী'র সদস্যরা। এবং বলাই বাহুল্য, উপস্থিত সবার মন ছুঁয়ে গেল প্রবাসীর গান।

ফুরায় যা তা, ফুরায় তা চোখে,
শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?

এই মহোৎসবের সমাপ্তি পর্ব জুড়ে ছিল, রবি ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে দেখিয়ে গেছেন আলোর পথ। যে আলোর দিশায় আজও এগিয়ে চলেছে, বাঙালি মন। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও তাঁর লেখা, তাঁর গান, কবিতা বাঙালি হৃদয়ে আজও এবং ভবিষ্যতেও একই আবেশে প্রাসঙ্গিক। আর সেই ভাবনায়, বে এরিয়ার প্রায় ৪৪ জন, শিল্পীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হল "আরও দাও প্রাণ"। অভিনয় এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যের ভৈরবে, তৈরী হল উত্তর থেকে আগামীর এক সেতুবন্ধন।

এই সমাপন অনুষ্ঠানের ভাবনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, বে এরিয়া প্রবাসী'র, কালচারাল সদস্যা ঊর্মি চক্রবর্তী। এবং সহোযোগিতায় ছিলেন অরুন্ধতী পারমার, এবং আবীরা দাশ।

বে এরিয়া প্রবাসী যতই বিদেশের বুকে বেড়ে ওঠা, এক বাঙালি সংস্থা হোক, তারা বরাবরই বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য কে উৎকর্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে একই রকম ভাবে। এগিয়ে চলার এই যাত্রাপথে, এসেছে অনেক চড়াই-উতরাই! কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, ইচ্ছে যার মহৎ ঈশ্বর তাঁর সহায়। তাই কোনো প্রতিকূলতাই স্পর্শ করতেও পারেনি, প্রবাসীর এগিয়ে চলার পথ কে। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি না জানালে, এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হল ২০২০ সালে, ভয়াবহ মহামারী কোভিড যখন গ্রাস করে ফেলেছিলো গোটা পৃথিবীর জনজীবনকে। সেই মুহূর্তে, প্রবাসীও থেমে থাকতে পারেনি। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতায় তাঁরা একত্রিত হয়ে, 'প্রোজেক্ট ব্রিদ' নামের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে, আমেরিকাতে বসবাসকারী বাঙালি, অবাঙালিদের দ্বারা অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে ১২০ টি অক্সিজেন কন্সেন্ট্রেটর মেশিন পাঠিয়েছিলেন মুমূর্ষ মানুষের জীবন রক্ষার জন্য।

এবং এই বছর, বে এরিয়া প্রবাসী এক অসাধারণ উদ্যোগে সামিল হয়েছে, যার নাম, 'প্রজেক্ট ওয়াশ' ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া, গ্রাম-এর স্কুল গুলিতে পরিচ্ছন্ন শৌচালয় এবং দূষণমুক্ত জল এর পরিষেবা প্রদান করা। এই মহৎ উদ্যোগে প্রবাসী পাশে পেয়েছে, রোটারি ক্লাব কে। প্রায় ৩০ হাজার ডলার ধার্য করা হয়েছে এই প্রকল্পের জন্য। সমস্ত ভারতীয় বাঙালি যারা আজ কর্ম সূত্রে আমেরিকার বাসিন্দা, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, এই উদ্যোগে সামিল হতে পারেন আপনিও। যে দেশ তার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে, পৃথিবীর এক মুক্ত দুয়ারের পথ খুলে দিয়েছে, তাঁকে আমরা কিছু দেব না? তাই আপনাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাতগুলোর অপেক্ষায় রয়েছে প্রবাসী।

এই পঞ্চাশ বছরে, বহু বাঙালি হৃদয় একাত্ম হয়ে গেছে প্রবাসী র সঙ্গে। জড়িয়ে রয়েছে শিশু থেকে কিশোর কিশোরীরা। দেশের থেকে এত হাজার মাইল দূরে থেকেও বাঙালি মনের ভাবনা, পারস্পরিক আস্থা, ভরসা, বিশ্বাস প্রবাসী মনকে এগিয়ে নিয়ে চলছে ভবিষ্যতের দিকে।

ভরসা থাকুক আগামীর শপথে।

সংবাদ বিচিত্রায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

যে কোনো একটি বিভাগে একবারে একটিই লেখা পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ইমেল

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

১) কবিতা পাঠাবেন একটি ১২-২০ লাইনের মধ্যে।

২) অনু কবিতা পাঠাবেন একটি ৬-৮ লাইনের মধ্যে।

৩) অনুগল্প পাঠাবেন ২৫০-৫০০ শব্দের মধ্যে।

৪) গল্পটিকে নুন্যতম ১২০০ এবং সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৫) সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ / নিবন্ধ পাঠাবেন ৫০০ (নিবন্ধ) থেকে ১০০০ (প্রবন্ধ) শব্দের মধ্যে।

৬) শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক কমিউনিটি নিউজ পাঠাবেন ১০০-৫০০ শব্দের মধ্যে। আপনার কমিউনিটির পরবর্তী প্রজন্মের যে কোনও বিষয়ে সাফল্যের খবর দেওয়া যাবে।

৭) লেখাটি অভ্রতে টাইপ করে একটি .docx ফাইলে পাঠান। হাতে লিখে, pdf করে, ছবি তুলে পাঠালে গৃহীত হবে না।

৮) লেখাগুলিকে অবশ্যই যে কোন মাধ্যমে অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

৯) বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে লেখকদের সতর্ক থাকতে হবে।

১০) লেখায় সরাসরি যে কোন রাজনৈতিক দল, ধর্ম, জাতি, জনজাতির উল্লেখ থাকলে বা কোনো বিতর্কমূলক লেখা অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম করে বা ইঙ্গিত করে সম্মানহানির প্রয়াস থাকলে সেটি বিবেচিত হবে না।

মনে রাখবেন নিয়মাবলী মেনে লেখা না পাঠালে বা শব্দসংখ্যা বেশি থাকলে লেখা প্রকাশ সম্ভব নয় কারণ মাত্র ১৬ পাতার পত্রিকা এটি। এটি বিশেষত সংবাদ পত্রিকা তাই কমিউনিটি নিউজ প্রকাশ আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের সাথে যুক্ত যে কোনও সংস্থার সংবাদ আমরা প্রকাশ করব। আপনারা আপনাদের সংস্থার কর্মকান্ডের সংবাদ পাঠান, সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা বিবেচিত হলে আমরা সেইটি ছাপব।

আপনাদের মতামত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

সংবাদ বিচিত্রা পত্রিকাটি বিষয় ভিত্তিক এবং আঙ্গিক ভিত্তিক পর্যালোচনা করে আপনাদের কেমন লাগছে ইমেলে জানান। যদি কোথাও পরিবর্তন বা উন্নতিসাধন করতে হয় সংক্ষেপে দু-চার লাইনে ইমেল করে কারণ সহ জানাবেন আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করব।

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

Advertisement Rates for Sangbad Bichitra - 2023

(Color – Back Page)

	1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page (14 x10 inch)	$250	$1,500	$2,500
1/2 Page (10 x 7 inch)	$150	$750	$1,250
1/4 Page (5 x 4 inch)	$100	$500	$1,000
1/8 Page (5 x 2 inch)	$50	$250	$500

(Color – Inside)

	1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page (14 x10 inch)	$150	$1,000	$2,000
1/2 Page (10 x 7 inch)	$100	$500	$1,000
1/4 Page (5 x 4 inch)	$75	$250	$500
1/8 Page (5 x 2 inch)	$35	$150	$300

* Minimum three (3) issues.
* Payment is required in advance.
* Make check payable to : CAB
* Mail to :
  Cultural Association of Bengal
* Address :
  346 Yale Road, Garden City,
  NY 11530, USA
* Zelle to : 516-965-5277